আল কুরআন
অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি
তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, 'সাক্ষী থাক আমরা তো অনুগত।
সূরা আল ইমরান ৬৪

দৈনিক
কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ॥ রবিবার ॥ ১৬ আগস্ট ২০২৬ ॥ ০২ রবিঃ আউঃ ১৪৪৮ ॥ ০২ ভাদ্র ১৪৩৩ ॥ ৯ম বর্ষ ॥ ৭৩ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা

নতুন আঙ্গীকে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে
বিশ্বমানের সিমেন্ট
অ্যাংকর সিমেন্ট
স্থায়ীত্বের মজবুত বন্ধন

সেবা : ০১৯১০০৬৬৬৫৫, ০১৭১১৩২৭৭০৫

গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট সমাধানে ভালো পরিকল্পনা দিলে গ্রহণ করা হবে

কীর্তনখোলা ডেস্ক
দেশের বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকট সমাধানে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল সরকারের চেয়ে ভালো পরিকল্পনা দিলে সেই পরিকল্পনা ২ এর পাতায় দেখুন

বিএনপি ৩১ দফা দেয় ৩২ দফা পর্যন্ত পূরণ করে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

কীর্তনখোলা ডেস্ক
"বিএনপি প্রতিশ্রুতি দেয়, প্রতিশ্রুতি রাখে। নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করে, বাস্তবায়ন করে। ৩১ দফা দেয়, ৩২ দফা পর্যন্ত ২ এর পাতায় দেখুন

সরকার সবার সহায়তায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট দূর করতে পারবে

কীর্তনখোলা ডেস্ক
সরকার সবার সহায়তায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট দূর করতে পারবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ মো. নূরুল ২ এর পাতায় দেখুন

পে-স্কেল নিয়ে নতুন তথ্য জানাল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ সমিতি

কীর্তনখোলা ডেস্ক
নবম জাতীয় পে-স্কেলে সচিব কমিটির সুপারিশ করা সর্বনিম্ন ২০ হাজার টাকা বেতনও কাটছাঁট করা হলে, তা মেনে নেওয়া ২ এর পাতায় দেখুন

সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়া'র ৮২ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মহানগর বিএনপি'র আলোচনা সভা ও দোয়া-মোনাজাতে উপস্থিত অ্যাড. মজিবর রহমান সরোয়ার এমপি, দলের কেন্দ্রিয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিলকিস জাহান শিরীন ও সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আকন কুদ্দুসুর রহমানসহ মহানগরের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ -কীর্তনখোলা

খালেদা জিয়া গণতন্ত্রের জন্য আজীবন লড়াই করেছেন: সরোয়ার এমপি

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন লড়াই করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন, বরিশাল-৫ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মজিবর রহমান সরোয়ার। তিনি বলেন, রাজপথ থেকে উঠে আসা খালেদা জিয়া দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে নানা নির্যাতন-নিপীড়ন ও প্রতিকূলতার মুখেও নিজের রাজনৈতিক অবস্থান থেকে সরে যাননি। তিনি আপসহীনভাবে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন। শনিবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে বরিশাল নগরীর সদর রোডের অশ্বিনী কুমার টাউন হলে খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মজিবর রহমান সরোয়ার বলেন, বেগম খালেদা জিয়া আজ আমাদের মাঝে নেই। তিনি বেঁচে থাকলে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। তার দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের পর দেশের মানুষ আবারও গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এটিই তার রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম বড় অর্জন। তিনি বলেন, আজকের দিনে আমরা শুধু বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করছি না, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের রুহের মাগফিরাতের জন্যও দোয়া করছি। মহান আল্লাহ যেন তাদের দুজনকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন। বিএনপির নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক আদর্শ, গণতন্ত্রের প্রতি তার অঙ্গীকার এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বিএনপির নেতাকর্মীদের পথ দেখাবে। তার আদর্শ ধারণ করে গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আলোচনা সভায় বরিশাল মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান ফারুক, মহানগর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ হাসান মামুন, সদর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আলহাজ নুরুল আমীন, মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান খসরু, মহানগর বিএনপি নেতা আনোয়ারুল হক তারিনসহ বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী ২ এর পাতায় দেখুন

হামের উপসর্গে আরও ৮ মৃত্যু, প্রাণহানি ছাড়াল ৯০০

কীর্তনখোলা ডেস্ক
হামের উপসর্গ নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে ৬ জনই ঢাকা বিভাগের। একই সময়ে নতুন করে হামের উপসর্গ দেখা দিয়েছে ৭২৮ জনের শরীরে। এ ছাড়া নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৭০ জন। শনিবার (১৫ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হামের পরিস্থিতি বিষয়ক নিয়মিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে ৮০৩ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে নিশ্চিত হামে মারা গেছে ৯৯ শিশু। সব মিলিয়ে হামের উপসর্গ ও নিশ্চিত হামে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯০২ জনে। গত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হামে আক্রান্ত ৭০ জনসহ ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত দেশে মোট ১৭ হাজার ৮০০ জনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে। এ ছাড়া গত ২ এর পাতায় দেখুন

ভরাট হচ্ছে নদ-নদী কমছে ইলিশ উৎপাদন

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
বরিশাল বিভাগের সঙ্গে সরাসরি বঙ্গোপসাগরে যুক্ত ৯টি প্রধান মোহনা মেঘনা, তেঁতুলিয়া, ভোলা, পটুয়াখালী, আন্ধারমানিক, পায়রা, বিষখালী, গলাচিপা ও বলেশ্বর নদের তলদেশে পলি জমে চ্যানেলগুলো ভরাট হয়ে গেছে। এতে বাধা তৈরি হয়েছে ইলিশের চলাচলে। নদীর নাব্য কমে যাওয়া, দূষণসহ নানা কারণেই দ্রুত কমতে শুরু করেছে ইলিশ উৎপাদন। এতে করে গত ৩ বছরেই এই অঞ্চলে অন্তত এক লাখ টন ইলিশ উৎপাদন কমে গেছে। জানা গেছে, রুপালি এই মাছের প্রধান বিচরণক্ষেত্র বরিশাল বিভাগের নদ-নদীগুলোয় এখন দেখা দিয়েছে ইলিশের তীব্র আকাল। ফলে দাম বেড়েছে রেকর্ড পরিমাণ। এতে উপকূলীয় জেলেদের মধ্যে হাহাকার বেড়েছে, ব্যবসায়ীরা পড়েছেন দেউলিয়া দশায়। বিজ্ঞানীরা বলছেন নদীর নাব্য, স্বাভাবিক গভীরতা ও উজানপ্রবাহ না বাঁচালে অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় সম্পদ ইলিশ খুঁজে পাওয়া যাবে না। মৎস্য অধিদপ্তরের বিগত ১৬ বছরের উৎপাদন পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা গেছে

৫ দিনে তিন লাখ ছাড়ালো

এসএসসির খাতা চ্যালেঞ্জে রেকর্ড আবেদন

কীর্তনখোলা ডেস্ক
দুই দশকের মধ্যে চলতি বছরের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় সবচেয়ে খারাপ ফল হয়েছে। এবার গড় পাসের হার ৬২ দশমিক ২৫ শতাংশ। পরীক্ষায় অংশ নিয়েও ফেল করেছে প্রায় ৭ লাখ শিক্ষার্থী। এ কারণে ফল প্রকাশের পর এবার খাতা পুনর্নিরীক্ষণে (খাতা চ্যালেঞ্জ) রেকর্ডসংখ্যক শিক্ষার্থী আবেদন করেছে। ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশালে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'EFT I iBAS++' এর সাহায্যে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ও কল্যাণ সুবিধা প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান-**কীর্তনখোলা**

বুকের ওপর পা চেপে বৃদ্ধাকে হত্যার অভিযোগ

বরগুনা প্রতিনিধি
বরগুনার বামনায় জমি-সংক্রান্ত বিরোধে মনোয়ারা বেগম (৬০) নামে এক বৃদ্ধাকে পিটিয়ে ও বুকের ওপর পা চেপে হত্যার অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় শনিবার সকালে নিহতের মেয়ে থানায় একটি হত্যা মামলা করেছেন। এর আগে শুক্রবার দুপুরে বামনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। মামলার এজাহার ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, উপজেলার মধ্য আমতলী গ্রামের বাসিন্দা মনোয়ারা বেগমের পরিবারের সঙ্গে প্রতিবেশী মো. হানিফ ২ এর পাতায় দেখুন

ঝালকাঠিতে কারাগার থেকে পালানো সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

নলছিটি প্রতিনিধি
প্রায় দুই বছর আগে ঝালকাঠি জেলা কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া দুই বছরের সাজাপ্রাপ্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে নলছিটি থানা পুলিশ। শুক্রবার (১৪ আগস্ট) রাতে নলছিটি উপজেলার সিদ্ধকাঠি এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার আসামির নাম মো. মনির হাওলাদার (হাসান)। তিনি নলছিটি উপজেলার সিদ্ধকাঠি ইউনিয়নের ফুলহরি গ্রামের মৃত জৈনদ্দিনের ছেলে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০১৫ সালের একটি জিআর-১৪ (ঝাল.) মামলায় আদালত মনির হাওলাদারকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেন। সাজা ভোগের সময় প্রায় দুই বছর আগে তিনি ঝালকাঠি জেলা কারাগার থেকে পালিয়ে যান। এরপর থেকে তিনি পলাতক ছিলেন। আদালতের জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ২ এর পাতায় দেখুন

শত শত শিক্ষকের শিক্ষক, দক্ষিণ বাংলার প্রখ্যাত বাংলা ভাষাপণ্ডিত ও ব্যাকরণবিদ বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজ, বাংলা বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
অধ্যক্ষ আ. খা. মো. আবদুর রব স্যারের লেখা

উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান শ্রেণির
বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি
বইটি অনন্য
বইটি প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে রচিত, তাই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অধিক নম্বর প্রাপ্তিতে সহায়ক
সম্পাদনা করেছেন: বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের বাংলা ২য়পত্র বিষয়ের প্রধান পরীক্ষক, সরকারি আগৈলঝাড়া কলেজের বাংলা প্রভাষক কবি, গবেষক ও সৃজনশীল গ্রন্থ প্রণেতা
পথিক মোস্তফা (এমফিল, ইবি)
বই পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন:
01718246162, 01712189338, 01712926836
গদ্য প্রকাশন, বরিশাল
বরিশাল নগরীর যেসব স্থানে বইটি পাওয়া যাচ্ছে

বুক ভিলা সদর রোড, বরিশাল 01932-314219	ইসলামিয়া লাইব্রেরি প্যারারারোড, সদর রোড, বরিশাল 01711-264963	অংকুর লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868515	অংকুর লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868514
খন্দকার লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01711-047767	নিউ মাহবুব লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01763-107720	রহমান বুক হাউজ প্যারারারোড, সদর রোড, বরিশাল 01718-670945	মজুমদার লাইব্রেরি অমৃত লাল দে কলেজের সামনে, বরিশাল 01716-139268
অমৃত লাইব্রেরি অমৃত লাল দে কলেজের পাশে, বরিশাল 01719-408049	নিউ কলেজ লাইব্রেরি বি.এম কলেজের সামনে 01726-074663	হক লাইব্রেরি বি.এম কলেজ মসজিদ গেটের পশ্চিম পাশে 01724-851658	আশরাফিয়া লাইব্রেরি বি.এম কলেজ মসজিদ গেট 01717-488083

দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে বাবা-ছেলের বিরোধ, পরে মিললো বৃদ্ধের মরদেহ

মঠবাড়িয়া প্রতিনিধি
পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় বসতঘর থেকে পুলিন মিস্ত্রি (৬৫) নামে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় নিহতের ছেলে পবিত্র মিস্ত্রিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। শনিবার (১৫ আগস্ট) উপজেলার টিকিকাটা ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের পাঁচশতকুরা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে প্রতিবেশীরা পুলিন মিস্ত্রির ঘরে গিয়ে তাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। একই ঘরে তার ছেলে পবিত্র মিস্ত্রিকেও অসুস্থ অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে স্থানীয়রা পবিত্রকে মঠবাড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান এবং পুলিনের মরদেহের বিষয়টি পুলিশকে জানান। পুলিশ ও স্থানীয়দের সূত্রে জানা গেছে, পুলিন মিস্ত্রির স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। এ নিয়ে ছেলে পবিত্রের সঙ্গে তার বিরোধ চলছিল বলে স্থানীয়রা দাবি করেছেন। পারিবারিক বিরোধ কিংবা সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের জেরে এ ঘটনা ঘটেছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এদিকে পবিত্র মিস্ত্রি দাবি করেছেন, অজ্ঞাত ব্যক্তি ঘরে ঢুকে ২ এর পাতায় দেখুন

নদ-নদীতে কাঙ্ক্ষিত ইলিশ পাওয়ায় জেলে পাড়ায় উৎসবের আমেজ

ভোলা প্রতিনিধি
উপকূলীয় জেলা ভোলার নদ-নদীতে জেলেদের জালে প্রচুর রুপালি ইলিশ মাছ ধরা পড়ায় জেলে পাড়ায় উৎসবের আমেজ শুরু হয়েছে। নদীতে দীর্ঘদিনের ইলিশ শূন্যতার পর নদীতে আবারও জেলেদের জালে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ ধরা পড়ছে। এতে জেলেদের মধ্যে ফিরেছে স্বস্তি ও আশার আলো। জেলেরা জানিয়েছেন, মেঘনা, তেঁতুলিয়া, ইলিশা, কালাবাদর ও বুড়াগৌড়াঙ্গ নদীসহ ভোলার বিভিন্ন নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে আগের তুলনায় বেশি ইলিশ পাওয়ায় ব্যস্ততা বাড়ছে তাদের। বর্তমান সময়ে জালে ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের ইলিশ ধরা পড়ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় জেলেরা। দীর্ঘদিন কাঙ্ক্ষিত ইলিশ না পাওয়ায় হতাশায় ছিলেন জেলেরা। এখন ইলিশের দেখা মেলায় তাদের মুখে ফুটেছে স্বস্তির হাসি। জেলেদের আশা; নদীতে ইলিশের বিচরণ আরও বাড়লে সামনে বেশি এবং ভালো মানের মাছ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্থানীয় জেলেরা বলছেন, নদীতে ইলিশের উপস্থিতি বাড়ায় তারা নতুন করে আশাবাদী হয়ে উঠেছেন। আর এতে জেলে পরিবারগুলোর পাশাপাশি মাছঘাট ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের মধ্যেও প্রাণচাঞ্চল্য ফিরছে। শনিবার (১৫ আগস্ট) দুপুর ১২ টা থেকে দুপুর সোয়া ১ টা পর্যন্ত সরেজমিনে জেলা সদর ভোলার মেঘনা নদীর শিবপুর মাছঘাট, ইলিশা, তুলাতুলি এবং ভেদুরিয়াসহ তেতুলি নদীর বেশ কয়েকটি মাছঘাটে গিয়ে দেখা গেছে ২ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

প্রতিনিধি আবশ্যক

দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার জন্য **ঝালকাঠি জেলা:** নলছিটি, রাজাপুর, **পটুয়াখালী জেলা:** পটুয়াখালী, **ভোলা জেলা:** তজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা, **পিরোজপুর জেলা:** নাজিরপুর, নেছারাবাদ ও **বরিশাল জেলা:** উজিরপুর ও বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি আব্যশক। প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে। আগ্রহীরা পত্রিকার ইমেইলে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদন করুন।
–মফস্বল সম্পাদক
০১৩০৪১৬৮৪১৯

সম্পাদকীয়

আলোচনাই এগোনোর পথ

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক বহুমাত্রিকড়ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলসহ নানা শাখায় বিস্তৃত। দুই দেশের মানুষের মধ্যেও রয়েছে শিকড়ের বন্ধন। তার পরও নানা সময় দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে সংকট দেখা দিয়েছে। আশার কথা হলো, অতীতে সেসব সংকট কাটিয়ে উঠে উভয় দেশ ঠিকই সম্পর্কের দৃঢ় পাটাতন রচনা করেছে। তবে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর যে টানাপোড়েন দেখা দিয়েছে তা এখন বড় বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথাপি দুই দেশের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে, যা অত্যন্ত ইতিবাচক হিসেবে দেখার সুযোগ রয়েছে। সর্বশেষ গত সোমবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী বলেছেন, 'খুবই ভালো আলোচনা হয়েছে।' বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত, এই ইতিবাচক আবহ কাজে লাগিয়ে সমঝোতার ভিত্তিতে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এগিয়ে নিতে হবে। প্রকাশিত খবরে জানা যায়, ঢাকার পক্ষ থেকে বেশ কিছু বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। একটি হলোড়মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ শরিফ ওসমান হাদি হত্যা মামলার আসামিদের ফিরিয়ে দিতে হবে। এ ছাড়া ঢাকার পক্ষ থেকে দুই দেশের সম্পর্ক এগিয়ে নিতে 'সহায়ক পরিবেশ' (এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট) তৈরির তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আমরা মনে করি এসব বিষয় সময়োপযোগী ও অত্যন্ত যৌক্তিক। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ভারত আশা প্রকাশ করেছে, বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকার এলে সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে। চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিএনপি সরকার গঠন করে। ভারত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছে। এরপর দুই দেশের কর্মকর্তাদের মধ্যে নানা পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে গত ৫ আগস্ট দিল্লিতে সংবাদ সম্মেলন করে বক্তব্য দেন শেখ হাসিনা এতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বাংলাদেশ। অন্যদিকে এ নিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, একটি বেসরকারি সংবাদমাধ্যমের আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে ভারত সরকারের কোনো ভূমিকা ছিল না এবং সেখানে দেওয়া কোনো বক্তব্যকে, বিশেষ করে বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকার নিয়ে করা মন্তব্যগুলোকে তারা সমর্থন করে না। আগামী সেপ্টেম্বরে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠেয় ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণসহ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভারত। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে মূলনীতিটি মনে রাখা জরুরি; জাতীয় স্বার্থকে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকলে সরাসরি রাজনৈতিক যোগাযোগের এই সুযোগগুলো কাজে লাগানো উচিত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ যথার্থই বলেছেন, 'ভৌগোলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটসহ নানা দিক থেকে বাংলাদেশ ও ভারত একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। অতীতকে পেছনে ফেলে দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে সুদৃঢ় করতে একটি নতুন সূচনা বা ফ্রেশ স্টার্ট জরুরি।' আমরাও মনে করি, দুই দেশের মধ্যে মত পার্থক্য থাকবে, নানা বিষয়ে সংকটও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সুরাহার একমাত্র পথ হতে পারে আলোচনা। পারস্পরিক সমঝোতা ও মর্যাদার ভিত্তিতে যেকোনো বড় সংকট সমাধান করা যায়। তাই দুই দেশের মধ্যে আলোচনার যে সূত্রপাত হয়েছে, তা আরো নিয়মিত হোক। উভয় পক্ষের মনে রাখা জরুরি, সংলাপই সংকট সমাধানের মূল চাবিকাঠি।

দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে বাবা-ছেলের

এ ঘটনা ঘটিয়েছে। তবে তার এ দাবির সত্যতা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। মঠবাড়িয়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থ চক্রবর্তী ও মঠবাড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি-তদন্ত) শেখ হেলাল উদ্দিন ঘটনাটি তদন্ত করছেন। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার পর পবিত্র মিস্ত্রিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নেওয়া হয়েছে। ওসি শেখ হেলাল উদ্দিন বলেন, নিহতের ছেলে দাবি করেছেন, অজ্ঞাত ব্যক্তিরা ঘরে ঢুকে চেতনানাশক স্প্রে করে। পরে তার বাবার কাছে থাকা জিনিসপত্র না দেওয়ায় দুর্বৃত্তরা তাকে হত্যা করে এবং তাকে অন্য একটি ঘরে আটকে রাখে। তবে পুলিশের তদন্তে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, নিহত ব্যক্তির দ্বিতীয় বিয়েকে কেন্দ্র করে তার সঙ্গে ছেলের বিরোধ চলছিল। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তদন্ত শেষ হলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ও ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, তা নিশ্চিত হওয়া যাবে। তিনি আরও বলেন, নিহতের ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ঝালকাঠিতে কারাগার থেকে

কার্যকরের অংশ হিসেবে শুক্রবার রাতে নলছিটি থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুজ্জামান সোহাগ বলেন, 'জেলা কারাগার থেকে পালিয়ে থাকা সাজাপ্রাপ্ত ও পরোয়ানাভুক্ত আসামি মো. মনির হাওলাদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

নদ-নদীতে কাঙ্খিত ইলিশ পাওয়ায়

ইলিশ সংরক্ষণ, কেনা বেঁচা, জেলে, আড়ৎদার ও ক্রেতা বিক্রেতাদের ব্যস্ততা। এসব ঘাটে থাকা জেলে মালেক মাঝি, শরিফ, মাইনউদ্দিন, কালাম ও ছিডু মাঝির সাথে কথা হয়। তারা জানান, শুক্রবার (১৪ আগস্ট) রাত থেকেই নদীতে তাদের জালে প্রচুর ইলিশ ধরা পড়ছে। এতে তাদের সবার চোখে মুখে কাঙ্ক্ষিত ইলিশ পাওয়ায় আনন্দ আর তৃপ্তির হাসি। তারা জানান, এভাবে ইলিশ ধরা পড়লে তাদের ধারদেনা পরিশোধ করে তারা লোকসানের ঘানি কাটিয়ে উঠতে পারবেন। ভোলা সদরের ইলিশা মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মো.বাদশা মিয়া বলেন, আমরা এতোদিন ইলিশ না পাওয়ায় খুবই হতাশ ছিলাম। ইলিশ সরবরাহের চুক্তিতে ঢাকার মোকামের মালিকদের কাছ থেকে এখানকার আড়ৎদারগণ লাখ লাখ টাকা অগ্রিম নিয়েছিলো। ইলিশ দিতে না পারায় সবাই ছিলো টেনশনে। অবশেষে নদীতে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ পাওয়ায় আমরা এখন সবাই আনন্দিত। জেলার সাগর পাড়ের উপজেলা চরফ্যাশনের সামরাজ মৎস্য বন্দর, মনপুরা, হাজির হাট, রামনেওয়াজ, পঁচা কোড়ালিয়া ও কলাতলী মাছঘাটেও প্রচুর পরিমানে ইলিশ বেঁচাকেনার খবর মিলেছে। সেখানকার জেলেরা জানান, হঠাৎ করে ইলিশের আগমন ঘটলেও দাম এখনো কমেনি। মনপুরা মৎস্য আড়ৎ মালিক সমিতির নেতা আমির হাওলাদার বাসস'কে বলেন, ১ কেজি সাইজের ইলিশের মূল্য এখন ২৭শ' টাকা, ৮শ' গ্রামের মূল্য ১৪ শ' এবং ৫ শ' গ্রাম সাইজের ইলিশ মাছের মূল্য ৭শ' টাকা হাকানো হচ্ছে। জেলা সদর ভোলা ও তৎসংলগ্ন জেলাগুলোর আড়তেও ইলিশের এমন মূল্য উঠানামা করছে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ব্যবসায়ীরা। তবে ইলিশের ব্যাপক প্রাপ্তি চলমান থাকলে আগামী ২/৪ দিনের মধ্যেই ইলিশের মূল্য ক্রেতাদের নাগালের মধ্যে চলে আসবে বলে জানান মৎস্য সংশ্লিষ্টরা। ভোলার মৎস্য বিভাগ সূত্রে জানা যায়, চলতি বছরের মৌসুমে জেলার নদী হতে ইলিশ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ১ লাখ ৮৯ হাজার থেকে ১ লাখ ৯২ হাজার মেট্রিক টন। গত অর্থবছরে এ জেলায় ইলিশ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন ভালো থাকায় নতুন বছরে উৎপাদন আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো.দেলোয়ার হোসাইন বলেন, এখন ইলিশ মৌসুম চলছে। এখন থেকে নদী ও সাগরে যেভাবে ইলিশ ধরা পড়ছে, তা অব্যাহত থাকলে আমরা কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে পারবো।

বুকের ওপর পা চেপে বৃদ্ধাকে

খাঁর বসতবাড়ির সীমানা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। এ নিয়ে একাধিকবার সালিস-বৈঠক হলেও বিরোধের নিষ্পত্তি হয়নি। সকালে হানিফ খাঁ, তাঁর স্ত্রী কোহিনুর বেগম, শ্যালক আলামিনসহ কয়েকজন বিরোধপূর্ণ জমিতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ শুরু করেন। এ সময় মনোয়ারা বেগম বাধা দিলে তাঁকে কাঠের চেরা ও লোহার রড দিয়ে মারধর করা হয়। এতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে অভিযুক্তরা তাঁর বুকের ওপর পা চেপে ধরে নির্যাতন করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে মনোয়ারা বেগমকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে দুপুরের দিকে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের মেয়ে ডালিমা আক্তার বলেন, 'পূর্বপরিকল্পিতভাবে আসামিরা আমার মাকে পিটিয়ে ও বুকের ওপর পাড়া দিয়ে হত্যা করেছে। আমরা এ নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।' থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফারুক হোসেন খান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে মর্গে পাঠিয়েছে। নিহতের মেয়ে বাদী হয়ে হত্যা মামলা করেছেন। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। জড়িতদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে।

খালেদা জিয়া গণতন্ত্রের জন্য আজীবন

সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা শেষে খালেদা জিয়া ও শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

হামের উপসর্গে আরও

২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ দেখা দিয়েছে ৭২৮ জনের। এ নিয়ে ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামের উপসর্গ দেখা দেওয়া রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৪১ হাজার ৭৭৬ জনে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এ সময়ের মধ্যে হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১ লাখ ২৩ হাজার ৪৯৪ জন। এর মধ্যে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছে ১ লাখ ১৯ হাজার ৮৯ জন।

এসএসসির খাতা চ্যালেঞ্জে

বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, শনিবার বিকেল পর্যন্ত এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফলে অসন্তুষ্ট তিন লাখের বেশি শিক্ষার্থী খাতা পুনর্নিরীক্ষণের জন্য আবেদন করেছে। আগামী ১৭ আগস্ট পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা আবেদন করার সুযোগ পাবে। এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফলে অসন্তুষ্ট শিক্ষার্থীদের খাতা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন শুরু হয় গত ১১ আগস্ট। অনলাইনে এ আবেদন চলবে আগামী সোমবার (১৭ আগস্ট) পর্যন্ত। ঢাকা বোর্ডের তথ্যমতে, এ আবেদন শুরুর পাঁচদিনেই তিন লাখের বেশি শিক্ষার্থী খাতা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করেছে। বিগত সময়ে এসএসসিতে এত কম সময়ে এত বেশি আবেদন জমা পড়েনি। শনিবার (১৫ আগস্ট) বিকেলে বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি এবং ঢাকা শিক্ষা
২ এর পাতায় দেখুন

পে-স্কেল নিয়ে নতুন তথ্য

হবে না। বাজারমূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে সর্বনিম্ন বেতন আরও বাড়িয়ে দ্রুত প্রজ্ঞাপন জারি করতে হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ সমিতি। শনিবার (১৫ আগস্ট) সংগঠনের সভাপতি আব্দুল মালেক ও মহাসচিব আশিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, সচিব কমিটি নিম্ন গ্রেডে ১০০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে। সেই হিসাবে বর্তমান ৮ হাজার ২৫০ টাকার মূল বেতনে ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি হলে তা দাঁড়ায় ১৬ হাজার ৫০০ টাকায়। এ সুপারিশ সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশার জন্ম দিচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ সমিতির মতে, অতীতের বিভিন্ন পে-স্কেলে ১০ম-২০তম গ্রেডের কর্মীদের জন্য ১৪০ শতাংশ বা তারও বেশি বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। সেই তুলনায় বর্তমান প্রস্তাব অপর্যাপ্ত। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, দীর্ঘ ১১ বছর পর বহু আন্দোলন-সংগ্রাম এবং কর্মচারীদের ধারাবাহিক দাবির পর নবম পে-স্কেল আসছে। কিন্তু এরই মধ্যে দ্রব্যমূল্য ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। বেতন বাড়ার আগেই নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম আকাশচুম্বী হয়েছে, যা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও হতাশা তৈরি করেছে। বিশেষ করে নিম্ন গ্রেডের কর্মচারীরা বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে কোনোভাবেই তাল মিলিয়ে চলতে পারছেন না বলে সংগঠনটি দাবি করেছে।

সরকার সবার সহায়তায়

ইসলাম। তিনি বলেছেন, 'বিগত সরকারের সময় বাংলাদেশের ৯৮ শতাংশ গ্যাসের নিয়ন্ত্রণ একটি বিশেষ দেশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। স্বৈরাচারী সরকারের এমন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ও জ্বালানি অব্যবস্থাপনার কারণেই বর্তমানে দেশে গ্যাস সংকট দেখা দিয়েছে। জনগণের সরকার সবার সহযোগিতায় দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট দূর করতে সক্ষম হবে।' শনিবার (১৫ আগস্ট) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক দলের উদ্যোগে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ২ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের আব্দুস সালাম হলে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। নূরুল ইসলাম বলেন, 'অতীতেও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল দেশের বিভিন্ন সংকট কাটিয়ে দেশকে স্থিতিশীল অবস্থায় এনেছে।' শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসনামলের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, 'দেশ যখন দুর্ভিক্ষপীড়িত ছিল, তখন তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করে মাত্র তিন বছরের মধ্যে দেশকে খাদ্য রপ্তানিকারক দেশে পরিণত করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারও ভঙ্গুর অর্থনীতির দেশকে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে সক্ষম হবে। তবে এ জন্য দেশকে সঠিকভাবে পরিচালনায় সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।' চিফ হুইপ বলেন, 'বিগত শাসনামলে দেশ থেকে প্রায় ৩০ লাখ কোটি টাকা পাচার করা হয়েছে। পাচার করা এ বিপুল অর্থ দিয়ে দেশের বেশ কয়েকটি জাতীয় বাজেট দেওয়া সম্ভব ছিল। দীর্ঘদিন ধরে দেশের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিকল্পিতভাবে দুর্বল করার যে প্রক্রিয়া চলেছে, তা থেকে দেশকে বের করে আনতে জাতীয় ঐক্য প্রয়োজন।'

বিএনপি ৩১ দফা দেয়

পূরণ করেড়এর নাম বিএনপি"ড়বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহ উদ্দিন আহমদ। শনিবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত দেশব্যাপী ইএফটি ও আইবিএস প্লাস প্লাসের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের অবসর সুবিধা ও কল্যাণ ট্রাস্টের অর্থ প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। খালেদা জিয়া শিক্ষকদের অবসরকালীন ভাতার ব্যবস্থা করেছিলেন উল্লেখ করে সালাহ উদ্দিন আহমদ বলেন, "শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট তো আছেই। এর বাইরে একেক জন পাঁচ থেকে সাত লাখ টাকা অবসর সুবিধা পাবেন। এটা একজন দরিদ্র স্কুলশিক্ষকের জন্য, যিনি গ্রামে বসে আছেন, অনেক বেশি মাইনে রাখে।" তিনি বলেন, "বাড়িতে বসে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আইবিএস প্লাস প্লাসের ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে তার টাকা ঢুকছে। এক টাকাও কোথাও উৎকোচ দিতে হবে না।" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "অনেকে গতকাল বলেছে, আগামী দুদিন পর সরকারের ১৮০ দিন পূর্ণ হবে। আপনারা কী কী বাস্তবায়ন করেছেন? এগুলো দেখে যান, বাস্তবায়ন করেছি। এটা আমাদের ইশতেহারে ছিল না। এটা ৩২ নম্বর।" এ সময় বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের স্কুলড্রেস বিতরণকে '৩৩ নম্বর' বলেও উল্লেখ করেন তিনি। আমি প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করতে চাই না, জাতি করবে। কিন্তু আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাইড়উল্লেখ করে সালাহউদ্দিন বলেন, "আপনি কৃষকদের কাছে কথা রেখেছেন।"

গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট সমাধানে

গ্রহণ করা হবে এবং বাস্তবায়নও করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তবে কেবল জনগণকে বিভ্রান্ত করতে অপপ্রচার চালানো হলে তাদের জনগণের কাছেই ক্ষমা চাইতে হবে বলে জানান সরকারপ্রধান। তিনি বলেন, জনগণকে বিভ্রান্ত করা একজন রাজনীতিবিদের কাজ বা দায়িত্ব নয়। বরং জনগণকে ধৈর্য শেখানো এবং সঠিক পথ দেখানোই একজন রাজনীতিবিদের দায়িত্ব। শনিবার (১৫ আগস্ট) সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মদিন উপলক্ষে রাজধানীর মহাখালীর টিঅ্যান্ডটি মাঠে দুস্থ, অসহায় ও অসুস্থ মানুষের মধ্যে চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানুষ তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন দেখতে চায়। তারা প্রিয় মাতৃভূমিকে পৃথিবীর বুকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে দেখতে চায়। তিনি বলেন, সামনে এগিয়ে যেতে এবং মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে দেশের ২০ কোটি মানুষের ৪০ কোটি হাতকে কর্মীর হাতে রূপান্তর করতে হবে, শ্রমিকের হাতে রূপান্তর করতে হবে। দেশে বিশৃঙ্খলার রাজনীতির দিন শেষ হয়েছে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মিথ্যাচার ও বিশৃঙ্খলার রাজনীতি স্বৈরাচার সরকার করে গেছে। কিন্তু বর্তমান রাজনীতিবিদেরা জনগণের কাছে উন্নয়নের প্রতিজ্ঞা করেছেন। তাই হঠকারিতা ও বিভ্রান্তির রাজনীতি বাদ দিয়ে জনমানুষের কল্যাণে পরিকল্পনা উপস্থাপন করতে হবে।

টুইট করে হরমুজ দখল করা

মাধ্যমে পোস্ট করে (টুইট) অথবা রণতরী দিয়ে হরমুজ দখল করা যাবে না। হরমুজ ইরানের ছিল, আছে এবং থাকবে। এ ব্যাপারে ইরানি উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম ঘারিবাবাদি শনিবার (১৫ আগস্ট) বলেছেন, "ট্রাম্প বলেছেন, ইরানকে হারানোর পর তিনি হরমুজকে যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ড হিসেবে ঘোষণা করবেন। হরমুজ কোনো টুইট অথবা রণতরী দিয়ে অথবা কোনো আদেশের মাধ্যমে দখল করা যাবে না। এমনকি রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়েও হরমুজ দখল সম্ভব নয়।" তিনি ট্রাম্পকে উদ্দেশ্য করে আরও বলেছেন, "বাস্তবতা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে নিন: এখন পর্যন্ত আপনি কৌশলগত ও মারাত্মক পরাজয়ের মুখে পড়েছেন... যতদিন না আপনি পরাজয়ের এই বাস্তবতা মেনে নিচ্ছেন এবং আপনার অতিরিক্ত কল্পনা বন্ধ করছেন, ততদিন ইরান (হরমুজে) এই অবরোধ বহাল রাখবে।" ট্রাম্প এক জনসভায় ট্রাম্প ইরান ও হরমুজ নিয়ে বলেন, "ইরানকে পরাজিত করার পর, যারা খুব খারাপভাবে পরাজিত হয়েছে, আমি খুব শিগগিরই হরমুজ প্রণালিকে যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ড হিসেবে ঘোষণা করব। আর এটি সত্যি।" ট্রাম্প আরও বলেন, ইরানের মতো খারাপ দেশকে পরাজিত করার জন্য স্বল্প সময়ের জন্য মার্কিনিদের সামান্য বেশি দামে জ্বালানি কেনা উচিত।

নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি হলে বাংলাদেশ

পর এসব রোহিঙ্গাকে পশ্চিমাঞ্চলীয় রাখাইন রাজ্যের সাবেক বাসিন্দা হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। রোহিঙ্গা সংকটের নবম বছর পূর্তির সময়ে মিয়ানমারের পক্ষ থেকে এ বক্তব্য এল। ২০১৭ সালে দেশটির সামরিক বাহিনীর কঠোর দমন-পীড়নের মুখে প্রায় ৭ লাখ রোহিঙ্গা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। এর আগে বিভিন্ন দফায় সহিংসতার কারণে আরও কয়েক লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসে বসবাস করছিলেন। মিয়ানমারের সামরিক অভিযানের ব্যাপকতা ও নৃশংসতার পর জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দেশটির বিরুদ্ধে গণহত্যা ও জাতিগত নিধনের অভিযোগ তোলে। তবে মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের দেশটির ১৩৫টি স্বীকৃত জাতিগোষ্ঠীর একটি হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। উল্টো তাদের 'বাঙালি' হিসেবে অভিহিত করে। এর অর্থ বাংলাদেশ থেকে আসা 'অবৈধ অভিবাসী'। মিয়ানমারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, জুলাইয়ের শেষ নাগাদ বাংলাদেশের সরবরাহ করা ৮ লাখ ২৮ হাজার ৮২৪ জন রোহিঙ্গার তালিকা যাচাই করেছে দেশটি। এর মধ্যে ৪ লাখ ২৬ হাজার ৫৪৫ জনের পরিচয় যাচাই করা সম্ভব হয়েছে। যাচাই করা ব্যক্তিদের মধ্যে ৩ লাখ ৮ হাজার ৭৯৭ জনকে রাখাইনের সাবেক বাসিন্দা হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। তবে ১ লাখ ১৩ হাজার ৫০৭ জনের পরিচয় সফলভাবে যাচাই করা যায়নি। এ ছাড়া ৪ হাজার ২৪১ জন 'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে' জড়িত ছিলেন বলে দাবি করেছে মিয়ানমার। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, রাখাইনের নিরাপত্তা পরিস্থিতি স্থিতিশীল হলে যাচাই করা সাবেক বাসিন্দাদের বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে নিতে কাজ চালিয়ে যাবে তারা। তবে রাখাইন থেকে ১০ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেড়এমন দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে মিয়ানমার। দেশটির ভাষ্য, ২০১৭ সালের সহিংসতার পর ৫ লাখ ৪০ হাজারের বেশি মানুষ বাংলাদেশে পাড়ি জমায়। আর ২ লাখের বেশি মানুষ উত্তর রাখাইনে থেকে যায়।

পুলিশকে সহযোগিতা করায় এইচএসসি

গ্রেপ্তারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহযোগিতা করেন বাপ্পি। শহিদুল গ্রেপ্তার হওয়ার পর তার ভাই এবং একই মামলার অপর আসামি রুহুল ইসলাম বাপ্পির ওপর ক্ষিপ্ত হন বলে অভিযোগ। এর জেরে শুক্রবার বিকেলে রুহুল ইসলামসহ কয়েকজন বাপ্পির ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাকে জোরপূর্বক অপহরণের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার পর থেকে বাপ্পি মৃধা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে জানিয়েছেন। অভিযোগের বিষয়ে রুহুল ইসলাম বলেন, 'বাপ্পি মৃধাকে মারধর বা অপহরণের কোনো ঘটনা ঘটেনি। আমাকে ফাঁসানোর জন্য মিথ্যা নাটক সাজানো হয়েছে।' বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সিরাজুল ইসলাম জানান, এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কেউ লিখিত অভিযোগ করেননি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে সত্যতা পাওয়া গেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেন্দিগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় দেলাওয়ার

ইসলাম। এছাড়াও উপজেলার দক্ষিণ উলানিয়া ইউনিয়নের বুড়ির পুল বাজার এলাকায় আল্লামা সাঈদীর রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মুনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বক্তারা আল্লামা সাঈদী (রহ.)-এর কর্মময় জীবন, ইসলামী দাওয়াত ও দ্বীনের প্রতি তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেন। পরে তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত ও তবারক বিতরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উদ্যোগে

কর্মকর্তা ডাঃ গোলাম মোর্শেদ সজীব বলেন, রোগীরা চিকিৎসা নিতে এসে যেন পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ পান, সে বিষয়টি আমাদের সবার দায়িত্ব। তিনি আরো বলেন, হাসপাতালের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা রোগী, স্বজন ও স্বাস্থ্যকর্মী সবার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। হাসপাতালের পরিবেশ সুন্দর রাখতে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সহযোগিতা করতে হবে। হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগী ও তাদের স্বজনরাও এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তাদের মতে, হাসপাতালের পরিবেশ নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হলে রোগী ও স্বজনদের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ শিশির কুমার গাইন, ডাঃ মিরন হালদার, ডাঃ এইচ এম সোহাগ, ডাঃ শামীম হোসেন, ডাঃ শাহানাজ পারভীন সেতু সহ বিভিন্ন পর্যায়েরনেতৃবৃন্দ

কালো মাস্ক পরে যুবলীগ নেতার

মুখে কালো মাস্ক পরে দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নিচ্ছেন। তবে মাস্কের কারণে তাদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি।দিকে একই রাতে পাথরঘাটা উপজেলা পরিষদ ভবনের নিচতলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সংবলিত একটি শোকের ব্যানার দেখা যায়। খবর পেয়ে পাথরঘাটা উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি কে এম হাসিবিল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক খাইরুল শরীফ ব্যানারটি সরিয়ে ফেলেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, এর আগেও রাতের আঁধারে এলাকায় ইমরান হোসাইন সোহাগের ছবি সংবলিত পোস্টার লাগানো হয়েছিল। পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল আলীম বলেন, 'ঘটনাটি গণমাধ্যমের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি। পাথরঘাটায় কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা বা নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে দেওয়া হবে না। ভিডিওটি এবং ব্যানার টানানোর বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

পটুয়াখালীতে অবসরপ্রাপ্ত ৫৩৮ শিক্ষক

তারেক রহমান। একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন জেলার মতো পটুয়াখালীতেও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের ব্যাংক হিসাবে ইএফটির মাধ্যমে অর্থ পাঠানো হয়। এ কর্মসূচির আওতায় সারাদেশে প্রায় ১ লাখ ২৯ হাজার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা ও কল্যাণ ট্রাস্টের অর্থ পাচ্ছেন। এর মধ্যে পটুয়াখালী জেলার ৫৩৮ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারী এ সুবিধার আওতায় রয়েছেন। পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক ড. মো. শহীদ হোসেন চৌধুরী, পুলিশ সুপার মো. আবু ইউসুফ, জেলা পরিষদের প্রশাসন স্নেহাশু সরকার কুট্টি, জেলা জামায়াতের আমীর এ্যাড. নাজমুল আহসান, জেলা শিক্ষা অফিসার মুহাঃ মুজিবুর রহমানসহ ৮টি উপজেলা থেকে আগত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিকদলের নেতৃবৃন্দ, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। পটুয়াখালী জেলার ৮টি উপজেলায় একযোগে ৫৩৮জন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের ব্যাংক একাউন্টে ৭কোটি ৭৮লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

নেছারাবাদ ডোবা থেকে কাঠ

তার মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তাদের অভিযোগ, ওই এলাকায় বিদ্যুতের তার ঝুঁকিপূর্ণভাবে ঝুলছিল। তবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েই তার মৃত্যু হয়েছে কি না, সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। নিহতের পরিবারের সদস্যরা জানান, গত শনিবার থেকে শাহ আলমকে পাওয়া যাচ্ছিল না। তারা আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতদের কাছে খোঁজ করছিলেন। তবে থানায় কোনো অভিযোগ করেননি। কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছে, সে বিষয়েও তারা নিশ্চিত নন। নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, গত শনিবার থেকে শাহ আলম নিখোঁজ ছিলেন। এ সময় তার পরিবার বা আত্মীয়স্বজনের পক্ষ থেকে থানায় কোনো অভিযোগ করা হয়নি। অভিযোগ করা হলে পুলিশ তাকে খুঁজে বের করার উদ্যোগ নিতে পারত। তিনি বলেন, 'কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত নয়। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।'

রাজাপুরে মাদক সেবনের

সময় মিজানুর রহমান (৪২), তুহিন হাওলাদার (২২), সুজন তেওয়ারি (৪৫) ও সাইফুল ইসলামকে (২৪) আটক করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে চারটি ইয়াবা ট্যাবলেট ও ইয়াবা সেবনের বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তারা হলেন উপজেলার বড় কৈবর্তখালী গ্রামের সুজন তেওয়ারি, বড় গালুয়া গ্রামের মো. মিজানুর রহমান, পূর্ব ফুলহার গ্রামের তুহিন হাওলাদার, বড় কৈবর্তখালী গ্রামের মো. সাইফুল ইসলাম এবং মনোহরপুর গ্রামের মো. রাব্বি হাওলাদার। পরে আটক পাঁচজনকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে নেওয়া হয়। সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে প্রত্যেককে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। জরিমানার টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে আরও সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। রাত ১১টার দিকে আদালতের কার্যক্রম শেষ হয়। ঝালকাঠি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রিফাত আরা মৌরি বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে উপজেলা প্রশাসনের অভিযান চলমান থাকবে। মাদক সেবন ও বিক্রির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

সিনিয়রদের সঙ্গে দেখা করতে

১২ জন এই হামলায় জড়িত ছিলেন। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মেহেদী হাসান সোহাগ বলেন, চার নবীন শিক্ষার্থী বাইরে ঘুরতে বের হলে স্থানীয় কয়েকজন বখাটে তাঁদের পথরোধ করে। পরে তাঁদের বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং একপর্যায়ে ফোন কেড়ে নিয়ে হেনস্তা করা হয়। তিনি বলেন, বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসার পর তাৎক্ষণিকভাবে একজনকে আটক করা হয়। পরে তাঁকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। অন্যরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। প্রক্টর আরও বলেন, বাকি অভিযুক্তদেরও দ্রুত শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

হাজার কোটির বেড়িবাঁধে ধস: নিম্নমানের

ছয়টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। সেগুলো হলো এনবিই, ওটিবিএল, জিসিএল, এলএকে এসএসএ, পিডিএল ও ওয়েস্টার্ন। এগুলোর মধ্যে এনবিই এবং ওটিবিএল মিলে ফারিসা নামে কাজ করছে। এ ছাড়া অন্যরা সাব-ঠিকাদার দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, গত দেড় মাসে বেড়িবাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের বিভিন্ন স্থান ধসে পড়েছে। পরে পাউবোর নির্দেশে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তড়িঘড়ি করে ধসে যাওয়া অংশ মেরামত করে। গত মঙ্গল ও বুধবার টানা বৃষ্টিতে উপজেলার হাজিরহাট ইউনিয়নের ২ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিমাংশে নির্মিত বেড়িবাঁধে ধস নামে। স্থানীয়দের অভিযোগ, মূল ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিজে কাজ না করে সাব-ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজ করছে। এতে কাজের মান কমে যাচ্ছে। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই বেড়িবাঁধ ধসে পড়ছে। সরেজমিনে দেখা গেছে, মনপুরা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম পাশে নির্মিত বেড়িবাঁধ, হাজিরহাট ইউনিয়নের ২, ৩ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডে নির্মিত বেড়িবাঁধ ও দক্ষিণ সাকুচিয়া ইউনিয়নের সূর্যমুখী এলাকায় বেড়িবাঁধ ধসে পড়েছে। কোথাও বেড়িবাঁধের বালু সরে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। ধসে পড়া বেড়িবাঁধের মাটি ও বালু আমনখেতে পড়ে ধান নষ্ট হয়েছে। হাজিরহাট এলাকার সোনারচর ২ নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক বাপ্পীসহ অনেকে জানান, মেঘনা নদীর নিম্নমানের বালু বেড়িবাঁধে ব্যবহার করায় একটু বৃষ্টি হলেই বাঁধ ধসে পড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দা শাকিল কাজী, শুভ্র ও জিসান জানান, গত বছর বেড়িবাঁধের কাজের অনিয়মের প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রাণ হারান ছাত্রদল নেতা রাশেদ। পরে একই বছরে মনপুরা ইউনিয়নের রামনেওয়াজ এলাকায় নির্মিত বেড়িবাঁধের গর্তে পড়ে মারা যায় ১০ বছরের এক শিশু। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ফারিসার দায়িত্বে থাকা প্রকৌশলী মো. তুহিন বলেন, বেড়িবাঁধের কাজ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) প্রকৌশলীদের সামনে নিয়ম মেনে করা হচ্ছে। ধসে পড়া অংশ কাজ খনন মেশিন দিয়ে ঠিক করা হচ্ছে। জানতে চাইলে বেড়িবাঁধ প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা পাউবো ডিভিশন-২-এর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আসাফউদ্দৌলা বলেন, বেড়িবাঁধ নির্মাণকাজ এখনো শেষ হয়নি। অতিবৃষ্টির কারণে কয়েকটি স্থানে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং অল্প সময়ের মধ্যে সংস্কারকাজ শুরু হবে। এদিকে, মনপুরা ঘিরে থাকা মেঘনা নদীতে একাধিক ড্রেজার বসিয়ে অবৈধভাবে বালু তোলা হয়। সেই বালু বাঁধ নির্মাণে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। আর বালু তোলার কারণেও বাঁধে ধস দেখা দিচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে গত বুধবার কোস্ট গার্ড অভিযান চালিয়ে দুটি ড্রেজারসহ ৫ জনকে আটক করে। এরপর থেকে বালু তোলা বন্ধ। তবে আবারও বালু তোলা শুরু হবে বলে জানান স্থানীয় নাহিদ, ফিরোজ, সামিম তালুকদার ও শুভ্র। তাঁরা বলেন, এর সঙ্গে রাজনৈতিক নেতারা জড়িত। মেঘনার তীরসংলগ্ন এলাকা থেকে বালু তোলার বিষয়ে মো. আসাফউদ্দৌলা বলেন, মেঘনার তীর থেকে এক কিলোমিটার দূরে বালু তোলার অনুমতি সরকার ও মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দেওয়া আছে। কেউ নির্দেশ অমান্য করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এমদাদুল ইসলাম বলেন, উপকূলের কাছ থেকে বালু তোলার বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভরাট হচ্ছে নদ-নদী

২০১০-২০১১ অর্থবছরে বরিশাল বিভাগে ইলিশের মোট উৎপাদন ছিল ১ লাখ ৭০ হাজার ৭৬২ মেট্রিক টন, যা বছর বছর বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে রেকর্ড সর্বোচ্চ ৩ লাখ ৭২ হাজার ৩৪৩ মেট্রিক টনে পৌঁছায়। তবে এরপর থেকেই কমতে শুরু করে উৎপাদন। ২০২৩-২৪ সালে উৎপাদন কমে দাঁড়ায় ৩ লাখ ৪৮ হাজার ৮৩৪ মেট্রিক টনে, ২০২৪-২৫ সালে ৩ লাখ ৩৪ হাজার ৭৮৩ মেট্রিক টনে এবং সর্বশেষ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তা দাঁড়িয়েছে মাত্র ২ লাখ ৬৬ হাজার ৫৯৭ মেট্রিক টনে। অর্থাৎ, গত মাত্র তিন বছরের ব্যবধানেই বরিশালে ইলিশ উৎপাদন কমেছে ১ লাখ ৫ হাজার ৪৪৬ মেট্রিক টন। জেলেদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ডিজেল ও পেট্রলের বাড়তি দাম, বরফ ও ট্রলার পরিচালনার খরচ বিপুল বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও নদীতে কাক্সিক্ষত ইলিশ মিলছে না। ফলে হাজার হাজার পরিবার আড়তদারের দাদন ও এনজিওর ঋণের জালে পিষ্ট হচ্ছে। পটুয়াখালীর মহিপুরের জেলে মো. হারুন বলেন, 'নদীর গভীর চ্যানেলে দুই-তিন দিন ঘুরলেও মাছ মিলছে না। তেল, বরফ আর খাবারের টাকাই উঠছে না। মহাজনের দাদন আর এনজিওর কিস্তির চাপ সামলানো কঠিন হয়ে পড়েছে।' একইভাবে হতাশার কথা জানান বরগুনার পাথরঘাটার ট্রলারচালক ও জেলে আব্দুস সোবাহান। তিনি বলেন, 'মোহনাগুলোতে এখন বড় বড় ডুবোচর। আন্ধারমানিক, বিষখালী আর বলেশ্বরের মুখ পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ায় সাগরের ইলিশ আর নদীতে ঢুকতে পারে না। একদিকে মোহনা ভরাট, অন্যদিকে জ্বালানি তেলের বাড়তি দাম। জালের দাম, বরফের দাম সবই দ্বিগুণ। কিন্তু নদীতে যে পরিমাণে জেলে ও অবৈধ জাল বাড়ছে, তাতে সাধারণ জেলেরা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। সরকার যদি মোহনাগুলো দ্রুত ড্রেজিং না করে এবং জেলেদের জ্বালানি ও ঋণে বিশেষ সাহায্য না দেয়, তবে না খেয়ে মরা ছাড়া উপায় থাকবে না।' অভিজ্ঞ জেলে সর্দার মো. সেন্টু আধুনিক 'ট্রলিং বোটের' তা-বকে ইলিশ কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে দায়ী করেন। তিনি বলেন, এই দোতলা আধুনিক ট্রলিং বোটগুলোয় উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে জাল ফেলা ও টানা হয়। এরা শুধু বড় মাছ ধরে না, ইলিশের ডিম্বাণুযুক্ত মা-ইলিশ থেকে শুরু করে পোনা মাছ পর্যন্ত সমুদ্রের তলা থেকে ছেঁকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এই ট্রলিং বোটের দাপটে সাধারণ ট্রলারগুলো খালি হাতে ফিরছে।' ইলিশ আহরণ কম হওয়ার সরাসরি প্রভাব পড়েছে দক্ষিণাঞ্চলের বড় বড় পাইকারি বাজারে। সরবরাহ কমে যাওয়ায় দাম বেড়েছে রেকর্ড পরিমাণ, যা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। বরিশাল পোর্ট রোডে এলসি সাইজের ইলিশ প্রতি মণ বিক্রি হচ্ছে ৯৮ হাজার টাকায়। ১ কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে প্রতি মণ ১ লাখ ৮ হাজার টাকায়। এ ছাড়া ৫০০ গ্রাম সাইজের ইলিশ প্রতি মণ ৮৫ হাজার টাকা, ৩০০ থেকে ৪০০ গ্রাম সাইজের ইলিশ প্রতি মণ ৫৫ হাজার থেকে ৬৫ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বরিশাল বিভাগীয় মৎস্য দপ্তরের উপপরিচালক মো. মহসীন জানান, ইলিশ না পাওয়ার পেছনে নাব্য সংকট এবং নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত জেলের অস্বাভাবিক উপস্থিতি বড় ভূমিকা রাখছে। তিনি আরও জানান, বরিশাল বিভাগের সঙ্গে সরাসরি বঙ্গোপসাগরে যুক্ত ৯টি প্রধান মোহনা মেঘনা, তেঁতুলিয়া, ভোলা, পটুয়াখালী, আন্ধারমানিক, পায়রা, বিষখালী, গলাচিপা ও বলেশ্বর নদের তলদেশে পলি জমে চ্যানেলগুলো ভরাট হয়ে গেছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) মাধ্যমে এসব মোহনা ড্রেজিং (খনন) করা দরকার। একই সঙ্গে অবৈধ ট্রলিং বোট ও নিষিদ্ধ জাল নিয়ন্ত্রণে নৌপুলিশ ও কোস্ট গার্ডের সমন্বয়ে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকা দরকার।'

১৫ আগস্টের পোস্টার লাগানোর

থানা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদধারী সাগর মন্ডলের ছবি রয়েছে। তার ওপরে সমুদয়কাঠি ইউনিয়নের বাসিন্দা মো. জিয়া উদ্দীন তাওহীদের ছবিও দেখা যায়। তবে পোস্টার লাগানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জিয়া উদ্দীন তাওহীদ। তিনি বলেন, ‘আমি অসুস্থ মানুষ। বাড়িতে থাকি। আমি একজন সাংবাদিক ও টকশো ব্যক্তিত্ব। কে বা কারা ওই শোক দিবসের পোস্টার সাঁটিয়েছে, তা আমার জানা নেই।’ সমুদয়কাঠি ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মো. ইব্রাহিম অভিযোগ করে বলেন, পোস্টার লাগানোর বিষয়ে তাওহীদকে জিজ্ঞাসা করতে গেলে স্থানীয় মো. সাদ্দাম তালুকদার নামে এক ব্যক্তি তাঁদের ওপর হামলার চেষ্টা করেন। তাঁর দাবি, ওই ব্যক্তি ছাত্রদলের পরিচয় ব্যবহার করে আওয়ামী লীগকে সহযোগিতা করছেন। স্থানীয় বিএনপি নেতারাও জিয়া উদ্দীন তাওহীদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ-সমর্থক হিসেবে কাজ করার অভিযোগ করেছেন। তাদের দাবি, সাংবাদিকতার পরিচয়ে তিনি বাড়িতে বসে আওয়ামী লীগের পক্ষে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও আওয়ামী লীগের পক্ষে নিয়মিত বক্তব্য দেন। তাদের অভিযোগ, তার নেতৃত্বেই এসব পোস্টার লাগানো হয়েছে। নেছারাবাদ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মেহেদী হাসান বলেন, ‘শোক দিবসের পোস্টার লাগানোসহ সরকারবিরোধী কার্যক্রমের অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া চলমান।’

গ্যারেজের দরজা খুলে

নাশকতা বা বিশৃঙ্খলা করার সুযোগ দেওয়া হবে না। ওটরা ইউনিয়ন বিএনপির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মো. কামরুজ্জামান টুলু মোল্লা দাবি করেন, “১৫ অগাস্ট উপলক্ষে ইউনিয়ন যুবলীগের নেতা মেহেদী হাসান ও মোজাম্মেল হোসেন ফেইসবুকে পোস্টার ও ফেস্টুনের ছবি পোস্ট করেছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভয়ভীতি দেখাতে এ ঘটনা ঘটতে পারে।”

ছিনতাইকারীর কবলে চালক

করা হয়েছে বা ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। হাপসাতালের জরুরি বিভাগের উপ-সহকারী মেডিকেল অফিসার (স্যাকমো) জাহিদুল ইসলাম জানান, শুক্রবার দিবাগত রাতে কে বা কারা অচেতন অবস্থায় ওই যুবককে হাসপাতালে রেখে যান। পরবর্তীতে তাকে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তিনি বর্তমানে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গৌরনদী মডেল থানার ওসি তারিক হাসান রাসেল বলেন, খবর পেয়ে রাতেই হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ওই যুবকের জ্ঞান ফেরার পর বিস্তারিত জেনে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কাউখালীতে মাদকসহ দুইজন

৫ পিস হালকা কমলা রঙের ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য ৭ হাজার ৫০০ টাকা। মো. শাহীন খন্দকারকে তল্লাশি করে তার কাছ থেকে কোনো মাদকদ্রব্য পাওয়া যায়নি। তবে পুলিশের দাবি, তিনি সঞ্জিব দাসকে মাদকদ্রব্য কেনাবেচায় সহযোগিতা করছিলেন। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(১) ধারার সারণি ১৯(ক)/১০(ক)/৪১ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। কাউখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো আনোয়ার হোসেন জানান, আসামীদের বিরুদ্ধে কাউখালী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা হয়েছে।শনিবার তাদের পিরোজপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।

শক্তিশালী ভূমিকম্পের ঝড়

প্রায় ৫০ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। তবে উদ্ধার ও অনুসন্ধান অভিযান চলমান থাকায় হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্থানীয় সময় ভোর ৫টার কিছু আগে আঘাত হানা ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১৫ কিলোমিটার গভীরে। সাধারণত ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল যত অগভীর হয়, ভূপৃষ্ঠে এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব তত বেশি হয়। ভূমিকম্পের পর একই এলাকায় একাধিক শক্তিশালী আফটারশক অনুভূত হয়। এর মধ্যে একটি ছিল ৬ দশমিক ১ মাত্রার। ভূমিকম্পে মাউমেরে বন্দরের একটি টার্মিনাল ভবনের বড় অংশ ভেঙে পড়ে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, ভবনের কংক্রিটের অংশ নিচে অপেক্ষমাণ যাত্রীদের ওপর পড়ছে। একটি জাহাজের সঙ্গে যুক্ত গ্যাংওয়ে ভেঙে পড়লে কয়েকজন যাত্রী সাগরেও পড়ে যান। পূর্ব নুসা তেংগারা প্রদেশের গভর্নর ইমানুয়েল মেলকিয়াদেস লাকা লেনা জানান, ধসে পড়া ভবনের ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা পড়ে ঘুমের মধ্যেই কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। ভূমিকম্পের পর সুনামির সতর্কতা জারি হলে আতঙ্কিত মানুষজন উপকূল থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করেন। প্রায় ২ হাজার মানুষ নিজ উদ্যোগে নিরাপদ স্থানে চলে যান বা আশ্রয় নেন। তবে প্রায় তিন ঘণ্টা পর সুনামির সতর্কতা তুলে নেওয়া হয়।

কলম্বিয়ায় ৭ দশমিক ৪ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প

এর আগে গত ১০ আগস্ট কলম্বিয়ায় ৭ দশমিক ৪ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে ভয়াবহ প্রাণহানি ঘটে। দেশটির দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংস্থা ইউএনজিআরডির তথ্য অনুযায়ী, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৮৫ জনে দাঁড়িয়েছে। আহত হয়েছেন ৩ হাজার ৯৭৫ জন। এখনো নিখোঁজ রয়েছেন ৩৭৯ জন। এছাড়া ৩৫৪ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। ভূমিকম্পে কলম্বিয়ার ১৫টি বিভাগ ও ৪২৬টি পৌরসভা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতির মুখে পড়েছেন ৪৫ হাজার ৫২৩টি পরিবার এবং ১ লাখ ২ হাজার ২৬৩ জন মানুষ। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৭১ হাজার ৭৬৩টি বাড়ি এবং পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে ১২ হাজার ৫৯৭টি বাড়ি। ধসে পড়েছে ১২১টি ভবন। এ ছাড়া ২ হাজার ২০৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ২৪০টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১ হাজার ২০৮টি কমিউনিটি সেন্টার, ২১০টি সড়ক, ৭৩টি পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, ৪৪টি যানবাহন চলাচলের সেতু, ১৩টি পথচারী সেতু এবং পাঁচটি বিমানবন্দর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা মানুষদের উদ্ধারে আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দলও কাজ করছে।

ভেনেজুয়েলায় দুটি শক্তিশালী ভূমিকম্প

অন্যদিকে, ভেনেজুয়েলায় গত ২৪ জুন আঘাত হানা ৭ দশমিক ২ ও ৭ দশমিক ৫ মাত্রার দুটি শক্তিশালী ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫ হাজার ৬৯ জনে দাঁড়িয়েছে। উদ্ধার, ধ্বংসস্তূপ সরানো ও নিখোঁজদের সন্ধান কার্যক্রমের কারণে মৃতের সংখ্যা বেড়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। দেশটির উপকূলীয় লা গুয়াইরা রাজ্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভূমিকম্পের পর ১ হাজার ৩৩১টি আফটারশক রেকর্ড করা হয়েছে। সরকারের হিসাবে, ৮৫৬টি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত এবং ১৯০টি ভবন পুরোপুরি ধসে পড়েছে। সেতু, সড়কসহ আরও বিভিন্ন অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জাপানে শক্তিশালী ভূমিকম্প

জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় কুমামোতোতেও সম্প্রতি শক্তিশালী ভূমিকম্পে প্রাণহানি ঘটে। প্রাথমিকভাবে ভূমিকম্পটির মাত্রা ৭ দশমিক ১ বলা হলেও পরে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ এর মাত্রা ৬ দশমিক ৮ বলে সংশোধন করে। এতে অন্তত ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ভূমিকম্পের পর ভবন ধস, অগ্নিকাণ্ড, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতা এবং সড়ক ক্ষতির ঘটনা ঘটে। কুমামোতো শহরের একটি শপিং মলেও ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ভূমিকম্পের পর ভবনের একটি অংশ ধসে পড়ে এবং পরে সেখানে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে কয়েকজন নিহত ও আহত হন। উদ্ধারকারীরা ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারে অভিযান চালান।

ফিলিপাইনে শক্তিশালী ভূমিকম্প

চলতি বছরের জুনে ফিলিপাইনে ৭ দশমিক ৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে অন্তত ১৯ জন নিহত হয়েছেন। দেশটির দক্ষিণের প্রধান দ্বীপ মিন্দানাও এর জেনারেল সান্তোস সিটির উপকূলে ভূমিকম্প আঘাত হানে। এই ভূমিকম্পে অন্তত ১৩৪ জন আহত হয়েছেন।

তুরস্ক-সিরিয়ার ভয়াবহ স্মৃতি

সাম্প্রতিক ভূমিকম্পগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনাগুলোর একটি ঘটে ২০২৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তুরস্ক ও সিরিয়ায়। ওই দিন কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ৭ দশমিক ৮ ও ৭ দশমিক ৭ মাত্রার দুটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। ভূমিকম্পে তুরস্ক ও সিরিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয়। সড়ক, ভবন ও যোগাযোগব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম কঠিন হয়ে পড়ে। পরবর্তী তিন মাসে ৩০ হাজারের বেশি আফটারশক রেকর্ড করা হয়। প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে ক্ষয়ক্ষতি হয়, যা প্রায় জার্মানির সমান। তুরস্কে প্রায় ১ কোটি ৪০ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং প্রায় ১৫ লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েন।

তুরস্কে নিশ্চিতভাবে ৫৩ হাজার ৫৩৭ জনের মৃত্যু হয়। সিরিয়ায় নিহতের সংখ্যা ৫ হাজার ৯৫১ থেকে ৮ হাজার ৪৭৬ জনের মধ্যে বলে বিভিন্ন হিসাব পাওয়া যায়। দুই দেশের জন্যই এটি আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর একটি।

কেন এত ভূমিকম্প?

ভূমিকম্পের পেছনে মূল ভূমিকা রাখে পৃথিবীর ভূত্বকের টেকটোনিক প্লেটগুলোর নড়াচড়া। জাপান প্রশান্ত মহাসাগরীয় ‘রিং অব ফায়ার’ অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় সেখানে ভূমিকম্পের প্রবণতা বেশি। প্রশান্ত মহাসাগরীয়, ফিলিপাইন সাগর, ইউরেশীয় ও উত্তর আমেরিকান প্লেটের ক্রমাগত নড়াচড়ার কারণে দেশটিতে প্রতি বছর হাজারো ভূমিকম্প হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শক্তিশালী ভূমিকম্প পুরোপুরি ঠেকানো সম্ভব নয়। তবে কঠোর ভবন নির্মাণ বিধিমালা, নিয়মিত মহড়া, দ্রুত সতর্কবার্তা এবং কার্যকর উদ্ধারব্যবস্থা প্রাণহানি অনেকটাই কমাতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রতিক শক্তিশালী ভূমিকম্পগুলো আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছে প্রাকৃতিক এই দুর্যোগের জন্য প্রস্তুতি ও দ্রুত প্রতিক্রিয়ার কোনো বিকল্প নেই।

খেলতে গিয়ে আর ফেরা হলো না শিশু সাইমনের

তালতলী প্রতিনিধি

বরগুনার তালতলীতে পানিতে ডুবে সাইমন (৩) নামের এক শিশুর করুণ মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (১৫ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার কাজীরখাল গ্রামে এ হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটে। নিহত সাইমন ওই গ্রামের রফিক আকনের ছোট ছেলে। স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সকালে সাইমন বাবার পাশে বসে খেলছিল। এক পর্যায়ে সবার অজান্তে সে বাড়ির পাশে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর পরিবারের সকলের অগোচরের এক পর্যায়ে শিশুটিকে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। পরে বাড়ির পাশের একটি ডোবা থেকে তাকে উদ্ধার করে স্বজনরা। দ্রুত তাকে তালতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আদরের ছেলেকে হারিয়ে সাইমনের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

শেখ মুজিবুর রহমান: অন্তরে-বাহিরে পাকিস্তান

মাহমুদ ইউসুফ

১৫ আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনার একটি। ১৯৭৫ সালের এদিন স্বৈরাচারী মুজিব সরকারের পতন হয়। দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা সেনাকর্মকর্তাদের নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠী উৎখাত হয়। নিহত হয় শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামি লিগ তরফে মুজিবকে যুদ্ধের প্রধান সিপাহসালার বলা হলেও মূলতঃ মুজিব ছিলেন পাকিস্তানের প্রেতাত্মা। তাঁর মন-প্রাণ জুড়ে ছিলো শুধু পাকিস্তান আর পাকিস্তান।

পাকিস্তানি কাঠামোর মধ্যেই শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর রাজনৈতিক ঠিকানা নির্ধারণ করেন। পাকিস্তান ছিলো তাঁর ধ্যান, মান, জীবন। পাকিস্তান প্রেম, জিন্নাহ প্রেম তাঁর লেখায়, কথায়, চেতনায়, কাজে-কর্মে বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। গভীর দৃষ্টির বাইরে হালকা লেন্সেও যা ভেসে ওঠে বার বার। শেখ মুজিবের চিন্তা-ভাবনায় পাকিস্তান ছিলো বরাবরই প্রাসঙ্গিক। তাঁর আত্মভ-চেতনা-ভালোবাসায় কেবলই পাকিস্তান। পেয়ারে পাকিস্তান। তাঁর অন্তরে-বাহিরে, মন-মননে শুধুই পাকিস্তান। তথ্য, তত্ত্ব ও উপাত্তের আলোকে বিষয়টি এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

শেখ মুজিব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে লিখেছেন: “অখণ্ড ভারতে যে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকবে না এটা আমি মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতাম। ... ১৯৪৪-৪৫ সালে ট্রেনে, স্টিমারে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তুমুল তর্ক-বিতর্ক হত। সময় সময় এমন পর্যায়ে আসত যে, মুখ থেকে হাতের ব্যবহার হবার উপক্রম হয়ে উঠত। এখন আর মুসলমান ছেলেদের মধ্যে মতবিরোধ নাই। পাকিস্তান আনতে হবে এই একটাই শ্লোগান সব জায়গায়।” শেরেবাংলা ফজলুল হকের সাথে এক বৈঠকে শেখ মুজিব বলেন: “ ‘পাকিস্তান’ না হলে মুসলমানদের কী হবে?” (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ৩৬)

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিতে মুসলিম লিগের গোপালগঞ্জ কনফারেন্সের (১৯৪৩?) অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এ কনফারেন্স সম্পর্কে শেখ মুজিব লিখেছেন: “সকলকে নিয়ে আমি গোপালগঞ্জ উপস্থিত হলাম। নেতারা বিরাট সম্বর্ধনা পেলেন। ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ ধ্বনিতে গোপালগঞ্জ শহর মুখরিত হয়ে উঠল। নেতারা জনসমাগম দেখে খুবই আনন্দিত হলেন।” (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ২১-২২) অন্যত্র তিনি লিখেছেন: “পাকিস্তান আমাদের আদায় করতে হবে এবং পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পরে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কি হবে তার একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা থাকা দরকার।” (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ৩১)

কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে অবস্থানকাল সম্পর্কে তিনি বলেছেন: “ ... তিনি যদিও জানতেন আমি প্রায় সকল সময়ই ‘পাকিস্তান, পাকিস্তান’ করে বেড়াই।” (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ৩৭) ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন শেখ মুজিব। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করায় এ পদ থেকে তিনি স্বইচ্ছায় ইস্তফা দেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: “পাকিস্তান ইস্যুর ওপর ইলেকশন আসছে, আমাকে বাইরে বাইরে কাজ করতে হবে। কলেজে আসতেও সময় পাব না। আমি তিন মাসের মধ্যেই পদত্যাগপত্র দিয়ে আরেকজনকে সাধারণ সম্পাদক করে দেই।” (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ৩৮) ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ এর ‘ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে’ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: “আমরা গাড়িতে মাইক লাগিয়ে বের হয়ে পড়লাম। হিন্দু মহল্লায় ও মুসলমান মহল্লায় সমানে প্রপাগান্ডা শুরু করলাম। অন্য কোনো কথা নাই, পাকিস্তান আমাদের দাবী। এই দাবি হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে।” (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ৬৩)

কায়েদ আজম এম. এ. জিন্নাহর মৃত্যুতে শেখ মুজিবের শোকাশ্রু

এম. এ. জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর করাচিতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর প্রাণপ্রয়াণে ভারত-পাকিস্তানে শোকের ছায়া নেমে আসে। পূর্ব পাকিস্তানে আমরা সর্বাপেক্ষা শোকাশ্রু বহন করতে দেখি শেখ মুজিবুর রহমানকে। জিন্নাহর মৃত্যু সংবাদে শেখ মুজিব হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। কথাসাহিত্যিক আহমদ ছফা আমাদের জানাচ্ছেন এম. এ. জিন্নাহর ইন্তেকালের পর শেখ মুজিব বিস্তর কান্নাকাটি করেছিলেন। তিনি বলেন: “মুসলিম লীগের রাজনীতিতে শেখ মুজিব ছিলেন সোহরাওয়ার্দীর শিষ্য এবং গুরু-শিষ্য দু’জনেই ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের নেতা। বাংলাদেশ যারা স্বাধীন করেছেন এক সময় তাদের বেশির ভাগই ছিলেন মুসলিম লীগে। মুসলিম লীগের উীঃবহংরড়হ ড়ৎ ওঁহরড়ৎ চধৎঃহবৎ. আওয়ামী মুসলিম লীগের সকল নেতৃবৃন্দ এককালে ছিলেন পাকিস্তানি। আমার শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক সেদিন কথা প্রসঙ্গে আমাকে বললেন, তার কাছে শেখ মুজিবের কিছু ছবি আছে, সেই ছবিতে জিন্নাহ মারা যাওয়ার পর শেখ মুজিব হাউমাউ করে কাঁদছেন।" (আহমদ ছফা, সাক্ষাতকার, বাংলাবাজার পত্রিকা, ৩১ জানুয়ারি- ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯)

শেখ মুজিব কর্তৃক ফাতেমা জিন্নাহকে “মাদার-ই-মিল্লাত” আখ্যা

১৯৬৪ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ফাতেমা জিন্নাহর (১৮৯৩-১৯৬৭) পূর্ব পাকিস্তান সফরকে কেন্দ্র করে দেশে অভূতপূর্ব এক রাজনৈতিক জোয়ারের সাক্ষী হয়। শেখ মুজিবুর রহমান নিজে সার্বক্ষণিকভাবে ফাতেমা জিন্নাহর পাশে ছায়ার মতো ছিলেন। পল্টন ময়দানের বিশাল জনসভায় প্রধান আকর্ষণ ছিলেন ফাতেমা জিন্নাহ। শেখ মুজিব ফাতেমা জিন্নাহকে “মাদার-ই-মিল্লাত” (জাতির মা) হিসেবে আখ্যায়িত করে প্রতিটি বাঙালিকে ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনী প্রতীক ‘লণ্ঠন’ মার্কায় ভোট দেওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁকে প্রধান আসামি করে সেনাবাহিনীর ক’জন সদস্য এবং ঊর্ধ্বতন কতিপয় সরকারি কমকর্তাদের এই মামলায় অভিযুক্ত করে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে আওয়ামী লীগ সত্য বলে মেনে নেয়নি। দলীয় নেতা-কর্মীদের কাছে উহা আজও মিথ্যা প্রতিপন্ন। শেখ মুজিব যদি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পক্ষেই থাকত, তাহলে দল আলোচিত মামলাকে কুখ্যাত বলে প্রচার করত না। এ মামলার জবানবন্দিতে শেখ মুজিব যা বলেছিলেন তার চুম্বক অংশ এরূপ:

স্বাধীনতাপূর্ব ভারতীয় ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে বিদ্যালয় জীবনের সূচনা হতেই আমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে সংগ্রাম করেছি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে আমাকে লেখাপড়া পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়। ... ১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধ চলাকালে যে সকল রাজনীতিবিদ ভারতীয় আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন আমি তাদের অন্যতম। সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করার জন্য আমি আমার দল ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাই। যুদ্ধ প্রচেষ্টার সম্ভাব্য সকলপ্রকার সাহায্য প্রদান করার জন্যও আমার দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ এর সকল অঙ্গের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করে। ... আমি কখনো পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে কোনো কিছু করি নাই কিংবা কোনদিনও এই উদ্দেশ্যে কোনো স্থল, নৌ বা বিমানবাহিনীর কোনো কর্মচারীর সংস্পর্শে কোনো ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করি নাই। আমি নির্দোষ এবং এ ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে অজ্ঞ। তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।’ (বাঙালির কণ্ঠ, প্রকাশক : বঙ্গবন্ধু পরিষদ, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৭ মার্চ ১৯৯৯, পৃ. ১৪৭-১৫২)

শেখ মুজিবের এই বয়ান ও তাঁর পূর্বাপর ক্রিয়াকর্মেই প্রতীয়মান হয়, তিনি কখনও পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির চেষ্টা করেননি। ১৯৪৭-১৯৭১ সময়কালে তাঁর কার্যক্রম, বয়ান-বিবৃতি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় প্রমাণিত যে, শেখ মুজিব পাকিস্তান রাষ্টকাঠামোর মধ্যেই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সমাসীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে। ১৯৭০ সালের নির্বাচন রায় অনুসারে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীত্ব দেওয়া হলে একাত্তরের যুদ্ধ, রক্তক্ষয় বা পট পরিবর্তন কোনোটাই হতো না। মূলত ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলি ভুট্টোর একগেয়েমি, অদূরদর্শিতা, ভ্রান্ত পলিসি এবং ইন্দিরা গান্ধী-আরএন কাওয়ের ষড়যন্ত্রই জন্ম দেয় এক রক্তাক্ত অধ্যায়।

উনিশশ একাত্তর

বাংলাদেশকে মুক্তকরণ বা পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করা তার চিন্তা, আদর্শ ও কার্যক্রম বহির্ভূত। ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ দলের হাইকমান্ডের বৈঠকে দ্বার্থহীন ভাষায় তিনি বলেন, ‘বিচ্ছিন্নতা থেকে পূর্ব পাকিস্তান কিছুই পাবে না, রক্তপাত ও উৎপীড়ন ছাড়া। আওয়ামী লীগের ম্যান্ডেট স্বাধীনতার জন্য নয়, স্বায়ত্বশাসনের জন্য।’ (ডেভিড লোসাক, পাকিস্তান ক্রাইসিস, পৃ. ৭১-৭২) আওয়ামী শব্দটি উর্দু, যার বাংলা তরজমা সাধারণ জনতা। আজও তারা উর্দু শব্দ লালন করছে দলীয় পরিচয়ে। পাকপ্রেম থেকে আজও তারা বের হতে পারে নি। একই সাথে ভারতপ্রেমও জোরালো। দুই নৌকায় তাদের পা। যখন যেটা দরকার, তখন সেটা ব্যবহার করে। ৩২ নম্বর বাড়িও ছিলো পাক সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত বাড়ি। ২৫ মার্চ তিনি কোনো স্বাধীনতা ঘোষণা দেননি। ২৭ মার্চ তিনি দেশব্যাপী হরতালের ডাক দেন। উদ্দেশ্য, রাজ সিংহাসনে বসা।

একাত্তরের ৭ মার্চের ভাষণ একটি গতানুগতি রাজনৈতিক ভাষণ। এ বক্তব্যে বিশেষত্ব বলতে কিছু নেই। শুধুই একটা রাজনৈতিক বয়ান ও উস্কানি। কিছু আবেগ, কিছু উচ্ছ্বাস। উদ্বিগ্ন মননের ক্যারিকেচার মাত্র। তাছাড়া ‘জয় পাকিস্তান’ দিয়েই বক্তব্য শেষ করেন শেখ মুজিব। (অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি, পৃ. ৩৮৬) ১৯৭০ সালে ইয়াহিয়া খান ৩০৩ জন সরকারি কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করেন, সেখানেও ছিলো শেখ মুজিবের প্রচ্ছন্ন সমর্থন। ২৫ মার্চ ১৯৭১ তিনি পাকসেনাদের স্বগৃহে আহ্বান করে আত্মসমর্পণ করেন। ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে দেশে প্রত্যাবর্তন করে রেসকোর্স ময়দানে যে ভাষণ দেন, সেখানে খোলাখুলিই বলেন, তিনি পাক সরকারের নিকট স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছেন। (এম. এ. মোহাইমেন, ঢাকা আগরতলা মুজিবনগর, পৃ. ৯০-৯১) তাইতো শেখ সাহেবকে তাজউদ্দিনকে লক্ষ্য করে বলতে শুনি, “তাজুদ্দিন, তুমি বাংলাদেশকে ভারতের কাছে বিক্রি করে দিয়ে এসেছ।” শেখ মুজিবের উপদেষ্টা ড. কালিদাস বৈদ্য জানান: “ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধ চালাতে মুজিবের অনিচ্ছা, অযৌক্তিক ও অচিন্ত্যনীয়ভাবে তার গ্রেফতার হওয়া, সময়কালে স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা না করা, ভারতে বসে গোপনে মুস্তাকের পাকিস্তানের পক্ষে ও স্বাধীন বাংলাদেশের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাওয়ার প্রমাণ হাতে পেয়েই মুজিবের প্রতি ভারত সরকারের সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে। কেননা মুস্তাক ছিলেন পাকা ইসলামপন্থী, তাই ইসলামিক জাতীয়তাবাদকে হত্যা করে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। মন্ত্রী মুস্তাকের এ মানসিকতার কথা সবাই জানত। মুজিবও তা ভালোভাবেই জানতেন। তাই মুজিবও শেষের দিকে তার পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখার গোপন পরিকল্পনার কথা একান্তে মুস্তাককে বলেছিলেন। তার জন্য মুস্তাক আহমেদ ভারতে বসে ষড়যন্ত্র চালাবার সাহস পায়। ভারত সন্দেহ করেছিল ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পার্লামেন্টের সভা মুজিবের ইচ্ছামতোই ডাকা হয়েছিল। তারজন্য ভারত সন্দেহ করে যে বন্দি পাক সৈন্য যদি বাংলাদেশের মাটিতে থাকে আর মুজিব দেশে ফিরেই যদি ভারতের সেনা ভারতে ফেরত পাঠাবার পরে তাদের মুক্তি দেয়, তারপরই যদি মুজিব অখণ্ড পাকিস্তানের ঘোষণা দেয়, তখন ভারতের হাতে করার মতো কিছুই থাকবে না। তার জন্যই হয়তো বন্দি পাক সেনাদের ভারতের মাটিতে আনা হয়েছিল। আর ভারত থেকেই তাদের সোজা পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।’’ (বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের অন্তারালের শেখ মুজিব, পৃ. ১৭৯-১৮০)

শ্রী কালিদাস বৈদ্য আরও বলেছেন: “মুজিব, ইয়াহিয়া ও ভূট্টোর পরিকল্পনা ছিল মাতৃগর্ভে ‘বাংলাদেশ’ শিশুটিকে হত্যা করা।” (ওই, পৃ. ১৪০) স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থানরত এই মুজিবকে যখন স্বাধীনতার মহানায়ক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, তখন আমরা আশাহত না হয়ে পারি না। একাত্তরের ঘটনাবলির অন্যতম কুশিলব শেখ মুজিবুর রহমানের উপদেষ্টা ডা. বৈদ্য আমাদের আরও জানান: “শেখ মুজিবুর রহমানের পরামর্শেই টিক্কা খান ২৫ মার্চের গণহত্যা চালিয়েছিলেন।” (কালিদাস বৈদ্য, উকিপিডিয়া, সংগৃহীত: ২৯.০৭.২০২৬) এখানে প্রশ্ন উঠতেই পারে, শেখ মুজিব কেন পাকসেনাদের ডেকে পূর্বপাকিস্তানিদের হত্যা করার ডিরেকশন দিবেন। এর একটি যৌক্তিক কারণ ইতিহাসের পাতায় ঘুমিয়ে আছে। অনুসন্ধানী চোখের সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

বিহারে ১৯৪৬ সালে ভয়াবহ দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। ব্রিটিশযুগে ভারতে শত শত মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা সংঘটিত হয় ভারতে। এরমধ্যে বিহার দাঙ্গা অন্যতম। এ দাঙ্গায় হিন্দুজঙ্গিদের বর্শাঘাতে নিহত হয় প্রায় ৬০ হাজার বিহারি। শেখ মুজিব ও তাঁর সঙ্গীরা বিহার সফর করেন সে সময়। তিনি তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। শেখ মুজিব বিহারিদের পূর্ববঙ্গে হিজরত করার অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধে বিহারিরা পূর্বপুরুষদের ভিটেমাটি ছেড়ে বাংলাদেশে শরনার্থী হিসেবে প্রবেশ করে। বাংলাদেশে পাটকলসহ ভারী শিল্প-কারখানা স্থাপন ও বিকাশে বিহারিদের অবদান অনন্য। পাটকল, বস্ত্রকল, কাগজকল, ইস্পাত, সার, গাড়ি নির্মাণসহ শত সহস্র ছোটো-বড় ইন্ডাস্ট্রি ও মিল-ফ্যাক্টরি গড়ে ওঠে। কৃষিপ্রধান পূর্বপাকিস্তানে বিহারিদের প্রচেষ্টায় শিল্পোন্নয়নে সারা বিশ্বে রোল মডেল হয়ে ওঠে। অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি ও গতিশীলতাদানকারী সেই বিহারিদের ওপর গণহত্যাা চলে ১৯৭১ এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ জুড়ে। লিগ ও হিন্দু সন্ত্রাসীরা বিহারিদের কচুকাটা করে। খরস্রোতা নদীতে ভেসে বেড়ায় বিহারিদের লাশ। গণধর্ষনের শিকার হয় বিহারি নারীরা। নারীদের স্তন কেটে উল্লাস করে লিগ দস্যুরা। বিহারি শিশুদের ওপর পরিচালিত হয় ইতিহাসের নির্মম ট্রাজেডি।

পণ্ডিত শরদিন্দু শেখর চাকমা জানান: “ ’২৬ মার্চ হতে আওয়ামী লীগের ক্যাডার বাহিনী, বিদ্রোহী ইপিআর বাহিনী বিহারি অর্থাৎ উর্দুভাষীদের ধরপাকড় শুরু করে দেয়। তারা কিছু উর্দুভাষীকে জেলখানায় পাঠায়, বাকিগুলোকে হত্যা করে। ...মুক্তিবাহিনীর লোকেরা প্রায় ১৫০ জন নারী-পুরুষ এবং শিশুকে খাগড়াছড়িতে ধরে নিয়ে এসেছে এবং শহরের সন্নিকটে একটি চাকমা গ্রামের পাশে (বর্তমান পূর্ব নারানখাইয়া) একটি বিলের ধারে সবাইকে ব্রাশফায়ারে হত্যা করেছে। তারপর তাদের সবার লাশ মাটিচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে।” (শরদিন্দু শেখর চাকমা, মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম, জনপ্রিয় প্রকাশনী, বাংলাবাজার ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, একুশে বইমেলা ২০১৫, পৃ. ২৪-২৮)

ড. শর্মিলা বোসের গবেষণা ডেড রেকনিং থেকে জানা যায়, শুধু সান্তাহারেই প্রায় ১৫ হাজার বিহারিকে হত্যা করা হয়। হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত হয় বন্দুক, বেয়োনেট, রাইফেল, বর্শা, দা, ছোরা। কুপিয়ে, গুলিতে, কেটেকুটে খুন করা হয় বিহারি শিশু, রমণী, কিশোর, যুবক ও পুরুষদের। নারীদের ওপর চলে বাঙালিদের ধর্ষনের মহোৎসব। শিশু হত্যার এক ভয়াবহ হৃদয়বিদারক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন এক সেনা কর্মকর্তা। তল্লাশিকালে একটি ভবনের দরজা খুলতে তাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। ‘অবশেষে দরজা খুলতে সক্ষম হয়ে যা দেখেছিলাম তা ছিল আমার জীবনের এক অদ্ভূত, সবচেয়ে আতঙ্কজনক ও কদাকার দৃশ্যাবলি দেখার অভিজ্ঞতা। ১০ ফুট চওড়া আর ১২ ফুট লম্বা একটি ছোট ঘর ভর্তি ছিলো শিশুদের লাশে, যাদের বয়স ছিলো কয়েক মাস থেকে কয়েক বছরের মধ্যে। দেখে মনে হয়েছিল ওই সব শিশুদের পা ধরে তাদের মাথা দেয়ালে আছড়ে মারা হয়েছিল। কেননা দেয়ালের গায়ে সর্বত্র মগজ ও মাথার খুলি লেগে থাকতে আমরা দেখেছিলাম। আমরা ওই সব শিশুদের লাশগুলো দাফন করার সময় গুণে দেখেছি যে ওখানে ৩৪টি শিশুর লাশ।’ রেলওয়ে কোয়ার্টারের একটি পুকুর পূর্ণ ছিলো বিহারি পুরুষ, মহিলা ও বাচ্চাদের মৃতদেহে। খুলনা ক্রিসেন্ট, পিপলস ও প্লাটিনাম জুটমিলে বিহারি নারী, পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয় লাশ। কারখানা ভেতরে ‘ফাসির মঞ্চ’ তৈরি করে বিহারিদের ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। (শর্মিলা বোস: ডেড রেকনিং, হার্স্ট এন্ড কোম্পানি, লন্ডন, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৮৩-৯২) ঘুরে ফিরে জানানো হয় বাঙালি গণহত্যার ইতিহাস। জানানো হয় না অবাঙালিদের নিশ্চিহ্ন করার করুন কাহিনি। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে এমন কোনো অবাঙালি ছিলো না যে পরিবারে অন্তত ২/৩ জন প্রাণ হারায়নি। কোনো কোনো পরিবারে ৫/১০ জন নিহত হয়। নারীরা পাইকারিভাবে সম্ভ্রম হারায়। তাদের সহায় সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হয়। ১৯৭১ সালের ২ মে লন্ডনের সানডে টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়: “পূর্ব পাকিস্তানের বিগত ১০ দিনের ঘটনাবলির বিস্তারিত বিবরণ থেকে এ সত্য প্রতিভাত হচ্ছে যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে একটি বিশাল ও সফল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে এবং নারী, পুরুষ ও শিশু নির্বিশেষে হাজার হাজার অবাঙালি নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে ২০ হাজারের বেশি লাশ খুঁজে পাওয়া গেছে। তবে চূড়ান্ত সংখ্যা ১ লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে। ৮০টির বেশি সাক্ষাৎকারে প্রত্যক্ষদর্শীরা ধর্ষণ, নির্যাতন, চক্ষু উৎপাটন, নারী ও পুরুষকে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত, গুলি অথবা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যার আগে মহিলাদের স্তন কর্তন এবং অঙ্গছেদনের বিভীষিকাময় কাহিনি বর্ণনা করেছেন।...” (কুতুবউদ্দিন আজিজ: ব্লাড এন্ড টীয়ারস, রাবেয়া বুকস, ২০২৪, পৃ. ১০, ৪১)

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দলীয় নেতাকর্মীদের সামাল দিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বিহারিরা ভারতে থেকে বাংলাদেশে নতুন বসতি গড়েন। বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকাকে বেগবান করে বিহারিরা। শিক্ষা, কৃষ্টি, ইন্ডাস্ট্রির ভিতকে শক্ত করেন বিহারিরা। বিহারিদের রক্ত, ঘাম, অর্থ ও শ্রমে স্থাপিত পাটকল উত্তরকালে ঝড়ে যায়। উপকারীর উপকার ভুলে লিগদস্যুরা তাদের ওপর পরিচালনা করে গণহত্যা। আমরা মনে করি, শেখ মুজিব তাঁর দলীয় কর্মীদের দ্বারা সংঘটিত ম্যাসাকার বন্ধ করতেই ২৫ মার্চের ক্রাকডাউনের অনুরোধ করেন টিক্কা খানকে। বিষয়টি ডা. কালিদাস বৈদ্যের বয়ানে প্রতীয়মান।

তথ্যপুঞ্জি:

১. শেখ মুজিবুর রহমান: অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ২. শর্মিলা বোস: ডেড রেকনিং, লন্ডন, ৩. এম এ মোহাইমেন: ঢাকা আগরতলা মুজিবনগর, ৪. অলি আহাদ: জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-১৯৭৫, ৫. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ: আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল ১ম ও ২য় খণ্ড, ৬. ডা. কালিদাস বৈদ্য: বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের অন্তরালে শেখ মুজিব, কলকাতা, ৭. মাসুদুল হক: স্বাধীনতা যুদ্ধে র ও সিআইএ, ৮. কঙ্কর সিংহ: ১৯৪৭’র বাংলাবিভাগ অনিবার্য ছিল, ৯. পিএ নাজির: স্মৃতির পাতা থেকে, ১০. হারুনুর রশিদ: খোলচিঠি, ইতিহাস পরিষদ, ১১. কুতুবউদ্দিন আজিজ: ব্লাড এন্ড টীয়ারস, ১২. শরদিন্দু শেখর চাকমা: মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম, ১৩. মুক্তবিশ্বকোষ উইকিপিডিয়া, ব্লগ, অনলাইন পোর্টাল, ইন্টারনেট।

দৈনিক কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন
বরিশাল ॥ রবিবার ॥ ১৬ আগস্ট ২০২৬ ॥ ০২ ভাদ্র ১৪৩৩

নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি হলে বাংলাদেশ থেকে ৩ লাখ রোহিঙ্গা ফেরত নেবে মিয়ানমার

কীর্তনখোলা ডেস্ক

নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি হলে বাংলাদেশের শরণার্থীশিবিরে থাকা প্রায় ৩ লাখ রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নেওয়ার কথা জানিয়েছে মিয়ানমার সরকার। শনিবার দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, যাচাই-বাছাইয়ের ২ এর পাতায় দেখুন

টুইট করে হরমুজ দখল করা যাবে না, ট্রাম্পকে বলল ইরান

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ইরানকে যুদ্ধে পরাজিত করার পর হরমুজ প্রণালিকে যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ড হিসেবে ঘোষণা করা হবে বলে এক জনসভায় বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার এমন মন্তব্যের পর এর জবাব দিয়েছে ইরান। দেশটি বলেছে, সামাজিক ২ এর পাতায় দেখুন

হাজার কোটির বেড়িবাঁধে ধস: নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ

ভোলা প্রতিনিধি

ভোলার মনপুরা উপজেলা রক্ষায় হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে বেড়িবাঁধ। সেই বাঁধেরও কয়েকটি স্থান ধস দেখা দিয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, পাউবোর সঠিক তদারকির অভাব এবং সাব-ঠিকাদার দিয়ে নিম্নমানের কাজের কারণে বৃষ্টিতেই ধসে যাচ্ছে বেড়িবাঁধ। পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ভোলার মুজিবনগর ও মনপুরা উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প নেওয়া হয়। ৫০ দশমিক ৭০০ কিলোমিটার দীর্ঘ বেড়িবাঁধ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় ১ হাজার ১৭০ কোটি টাকা। ২০২৩ সালে প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও বর্ষার কারণে বন্ধ ছিল। এরপর আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আবার কাজ শুরু হয়। ২০২৭ সালের মধ্যে কাজ হস্তান্তরের কথা রয়েছে। বেড়িবাঁধ প্রকল্পের কার্যাদেশ পেয়েছে ২ এর পাতায় দেখুন

শক্তিশালী ভূমিকম্পের ঝড় বিশ্বজুড়ে আতঙ্ক

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানছে। ৭ মাত্রার বেশি শক্তির এসব ভূমিকম্পে কোথাও প্রাণহানি ঘটেছে, কোথাও ধসে পড়েছে ঘরবাড়ি ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো। উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতার পাশাপাশি অনেক এলাকায় সুনামির আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্পের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে বাড়ছে আতঙ্ক।

ইন্দোনেশিয়ায় ৭ দশমিক ৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প

সবশেষ শনিবার (১৫ আগস্ট) ভোরে ইন্দোনেশিয়ার ফ্লোরেস দ্বীপে ৭ দশমিক ৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা জানিয়েছে, এতে ৩ এর পাতায় দেখুন

রাজাপুরে মাদক সেবনের অভিযোগে আটক ৫

রাজাপুর প্রতিনিধি

ঝালকাঠির রাজাপুরে পৃথক দুটি স্থানে অভিযান চালিয়ে মাদক সেবনের সময় পাঁচজনকে আটক করেছে উপজেলা প্রশাসন। এ সময় তাদের কাছ থেকে গাঁজা, ইয়াবা ও মাদক সেবনের সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে প্রত্যেককে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। শুক্রবার রাতে উপজেলা সদরের হাইজ্যাক মোড় এবং বড় কৈবর্তখালী এলাকায় অভিযান দুটি পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিফাত আরা মৌরি। উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, রাত সাড়ে ৭টার দিকে হাইজ্যাক মোড় এলাকার একটি বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। সেখানে গাঁজা সেবনের সময় রাব্বি হাওলাদারকে (২০) আটক করা হয়। তাঁর কাছ থেকে এক পুরিয়া গাঁজা উদ্ধার করা হয়। রাব্বি উত্তর মনোহরপুর এলাকার মৃত বাবুল হাওলাদারের ছেলে। পরে রাত পৌনে ৯টার দিকে বড় কৈবর্তখালী এলাকার তেওয়ারি বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। সেখানে ইয়াবা সেবনের ২ এর পাতায় দেখুন

সিনিয়রদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বখাটেদের হামলায় ববির চার শিক্ষার্থী আহত

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) গণিত বিভাগের প্রথম বর্ষের চার শিক্ষার্থী স্থানীয় কয়েকজন বখাটের হামলার শিকার হয়েছেন। শুক্রবার (১৪ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে বরিশালের রূপাতলী আবাসিক এলাকার দিঘিরপাড় মোড়ে এ ঘটনা ঘটে। হামলার শিকার শিক্ষার্থীরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের সাদিক, রাব্বি, মেহেদী হাসান ও রিয়াদ। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের ভাষ্য, তাঁদের ইমিডিয়েট সিনিয়রদের ডাকে সাড়া দিয়ে কাঁঠালতলার উদ্দেশে যাওয়ার পথে স্থানীয় কয়েকজন বখাটে তাঁদের পথরোধ করে। সিনিয়ররা রাত ৯টার দিকে ১৫তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য তাঁদের ডেকেছিলেন বলে জানান তাঁরা। একপর্যায়ে স্থানীয় বখাটেরা চার শিক্ষার্থীকে মারধর ও হেনস্তা করে। তাঁদের অভিযোগ, হামলার সময় এক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে নগদ এক হাজার টাকা ও একটি এটিএম কার্ড নিয়ে নেওয়া হয়। পরে খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী ঘটনাস্থলে গিয়ে চারজনকে উদ্ধার করেন। এ সময় একজন অভিযুক্তকে আটক করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আটক ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের বরাত দিয়ে জানা গেছে, মাহি, কাউসার, হাসান, হাসিবসহ ১০ থেকে ২ এর পাতায় দেখুন

কাউখালীতে মাদকসহ দুইজন গ্রেফতার

কাউখালী প্রতিনিধি

পিরোজপুরের কাউখালীতে অভিযান চালিয়ে ৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও ৬০ গ্রাম গাঁজাসহ দুইজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১৪ আগস্ট) দিবাগত রাত ২টা ৫৫ মিনিটের দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাউখালী সদর ইউনিয়নের মহিলা কলেজের ভেতরের একটি কক্ষের সামনে বারান্দায় কয়েকজন মাদকদ্রব্য কেনাবেচা করছে। পরে রাত ৩টা ৫ মিনিটের দিকে পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করলে সঞ্জিব দাস (৩৫) ও মো. শাহীন খন্দকার (৩৪) নামে দুজনকে আটক করা হয়। এ সময় সঞ্জিব দাসের পরিহিত শর্ট প্যান্টের ডান পকেট থেকে কাগজে মোড়ানো অবস্থায় ৬০ গ্রাম গাঁজা এবং সাদা পলিথিনে মোড়ানো ৩ এর পাতায় দেখুন

কালো মাস্ক পরে যুবলীগ নেতার বাসায় দোয়া, ভিডিও ভাইরাল

পাথরঘাটা প্রতিনিধি

বরগুনার পাথরঘাটায় ১৫ আগস্ট উপলক্ষে নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী যুবলীগের এক নেতার বাসায় কালো মাস্ক পরে গোপন দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এ ছাড়া একই রাতে উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে টানানো একটি শোকের ব্যানার সরিয়ে ফেলেছে স্থানীয় ছাত্রদল। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পাথরঘাটা পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সাবেক জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ও মালয়েশিয়া যুবলীগ নেতা হিসেবে পরিচিত ইমরান হোসাইন সোহাগের বাসায় ১৪ আগস্ট দিবাগত রাতে এই দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ভাইরাল হওয়া ভিডিওটিতে দেখা যায়, সোহাগের বাসায় কয়েকজন ব্যক্তি ২ এর পাতায় দেখুন

পটুয়াখালীতে অবসরপ্রাপ্ত ৫৩৮ শিক্ষক কর্মচারীর কল্যাণ ট্রাস্টের অর্থ প্রদান

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মাত্র ছয় মাসের মাথায় বাস্তবায়ন করছে। তারই ধারাবাহিকতায় সারা দেশে একযোগে ৬৪টি জেলায় ৭০ হাজার ১শত ১৯জন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং ৫৩ হাজার কর্মচারীদের অবসর সুবিধা ও কল্যাণ ট্রাষ্ট এর অর্থ ইএফটি এ্যাপস এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের অবসর সুবিধা ও কল্যাণ ট্রাস্টের অর্থ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। ইএফটি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের মধ্যে এ অর্থ প্রদান করা হয়। শনিবার ১৫ আগস্ট পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী ২ এর পাতায় দেখুন

গ্যারেজের দরজা খুলে মোটরসাইকেল বের করে আগুন

উজিরপুর প্রতিনিধি

বরিশালের উজিরপুর উপজেলায় একটি গ্যারেজের দরজা খুলে মেরামতের জন্য রাখা মোটরসাইকেল বের করে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার রাত ২টা থেকে ৩টার মধ্যে উপজেলার ওটরা ইউনিয়নের চেরাগ আলী বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে জানান উজিরপুর মডেল থানার ওসি মো. রকিবুল ইসলাম। তিনি বলেন, চেরাগ আলী বাজারের মেকানিক মো. রিপনের গ্যারেজে মোটরসাইকেলটি মেরামতের জন্য রাখা ছিল। গভীর রাতে গ্যারেজের দরজা খুলে সেটি বাইরে বের করা হয়। পরে সাতলা-চেরাগ আলী-ধামুরা সড়কের পাশে মোটরসাইকেলটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এতে সেটি পুড়ে যায়। ওসি বলেন, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ অভিযোগ করেনি। ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে ঘটনাটি ঘটতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে বিষয়টি তদন্ত করে জড়িতদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ সতর্ক রয়েছে। কোনো ধরনের ৩ এর পাতায় দেখুন

নেছারাবাদ ডোবা থেকে কাঠ ব্যবসায়ীর গলিত লাশ উদ্ধার

নেছারাবাদ প্রতিনিধি

পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলায় একটি বাগানসংলগ্ন ডোবা থেকে শাহ আলম (৭০) নামের এক কাঠ ব্যবসায়ীর গলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার সকালে নান্দুহার-ইলুহার মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন বাগান থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত শাহ আলম নান্দুহার এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, গত শনিবার থেকে শাহ আলমকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তবে তার নিখোঁজের বিষয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় কোনো সাধারণ ডায়েরি বা লিখিত অভিযোগ করা হয়নি। শনিবার সকালে ওই এলাকার একটি বাগানসংলগ্ন ডোবা থেকে দুর্গন্ধ ছড়ালে স্থানীয় লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে তারা লাশটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। পরে নেছারাবাদ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। স্থানীয় কয়েকজনের দাবি, শাহ আলম গাছ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গাছ কাটার কাজে গিয়ে এলোমেলোভাবে ঝুলে থাকা বিদ্যুতের তারে সংযুক্ত হয়ে ২ এর পাতায় দেখুন

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উদ্যোগে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ অভিযান

আগৈলঝাড়া প্রতিনিধি

বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এর রোগীদের সেবার পরিবেশ উন্নয়ন ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ অভিযান পরিচালনা করা হয় ১৫/৮/২০২৬ ইং অভিযানে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগ, ওয়ার্ড, হাসপাতাল চত্বর, মূল ফটকের সামনের অংশ ও ড্রেন পরিষ্কার করা হয়। এ সময় বিভিন্ন স্থানে জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা অপসারণের পাশাপাশি জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়।এ সময় সার্বিক দিক তুলে ধরে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ২ এর পাতায় দেখুন

ছিনতাইকারীর কবলে চালক অপু, অটোরিকশা-মোবাইল লুট

উজিরপুর প্রতিনিধি

অটোরিকশাচালক অপু বিশ্বাসকে (২৮) অজ্ঞান করে অটোরিকশা ও মোবাইল ছিনতাইয়ের পর রাস্তায় ফেলে গেছে দুর্বৃত্তরা। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন। ভুক্তভোগী অপু বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার চাপাচুপা এলাকার শিরোমনি বিশ্বাসের ছেলে। অপু বিশ্বাসের ভাই শিশির বিশ্বাস জানান, শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকেলে নিজের অটোরিকশা নিয়ে বাসা থেকে বের হন অপু। ওইদিন রাত ১০টার দিকে ফেসবুকের মাধ্যমে জানতে পারি অচেতন অবস্থায় গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি আছেন অপু। তিনি আরও জানান, তার (অপু) এখন পর্যন্ত জ্ঞান ফেরেনি। কোন স্থানে বসে তাকে অজ্ঞান ৩ এর পাতায় দেখুন

মেহেন্দিগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

নুরে রাব্বি নাঈম, মেহেন্দিগঞ্জ

মেহেন্দিগঞ্জ আব্দুল্লাহপুর থানা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.)-এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান শুক্রবার বাদ আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে। পৌর শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন এর সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বরিশাল জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট জহির উদ্দিন ইয়ামিন। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওঃ শহীদুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি উপজেলা সেক্রেটারী মাওলানা সাইফুল ইসলাম, পৌর আমীর মাওলানা আমানুল্লাহ বাকের, নায়েবে আমীর আলহাজ্ব মাওলানা সাইফুল্লাহ মাহমুদ, উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মাওলানা নুরে রাব্বি নাঈম, ছাত্রশিবির উপজেলা সভাপতি মোঃ মেহেদী হাসান প্রমুখ। দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন হাফেজ শফিকুল ২ এর পাতায় দেখুন

১৫ আগস্টের পোস্টার লাগানোর অভিযোগে গ্রেফতার ১

নেছারাবাদ প্রতিনিধি

পিরোজপুরের নেছারাবাদে আওয়ামী লীগের ১৫ আগস্টের শোক দিবসের পোস্টার লাগানোর অভিযোগসহ সরকারবিরোধী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের অভিযোগে মো. জিয়া উদ্দীন তাওহীদ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার সমুদয়কাঠি ইউনিয়নের শশিদ গ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার জিয়া উদ্দীন তাওহীদ ওই গ্রামের ওয়ারেস উদ্দীনের ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার অন্যান্য এলাকায় ১৫ আগস্টের শোক দিবসের পোস্টার দেখা না গেলেও সমুদয়কাঠি ইউনিয়নের বিভিন্ন হাট-বাজার ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এসব পোস্টার দেখা গেছে। পোস্টারগুলোতে লেখা রয়েছে, ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, কাঁদো বাঙালি কাঁদো। এতে শেখ মুজিবুর রহমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের শহীদ সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। পোস্টারে ঢাকা দক্ষিণ শ্যামপুর ৩ এর পাতায় দেখুন

পুলিশকে সহযোগিতা করায় এইচএসসি পরীক্ষার্থীকে মারধর, অপহরণচেষ্টার অভিযোগ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

পটুয়াখালীর বাউফলে আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তারে পুলিশকে সহযোগিতা করায় মো. বাপ্পি মৃধা (১৮) নামের এক এইচএসসি পরীক্ষার্থীকে মারধর ও অপহরণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার (১৪ আগস্ট) বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার কাছিপাড়া ইউনিয়নের পাকডাল ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সাইকেল ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী বাপ্পি মৃধা ওই এলাকার মৃত ইব্রাহীম মৃধার ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাপ্পি মৃধার চাচার সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা শহিদুল ইসলামের দীর্ঘদিন ধরে জমিজমাসংক্রান্ত বিরোধ চলে আসছিল। এ নিয়ে আদালতে মামলাও চলমান রয়েছে। ওই মামলায় শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত। এরই ধারাবাহিকতায় গত বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) ভোররাতে শহিদুল ইসলামকে ২ এর পাতায় দেখুন

মাদকাসক্তি ও মানসিক
রোগীদের সর্বাধুনিক চিকিৎসা এখন বরিশালে
দি নিউ লাইফ
মহিলা রোগীদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড
যোগাযোগ: ১নং সিএন্ডবি পুল (কাজীপাড়া সংলগ্ন), বরিশাল।
০১৭১৩-৯৫০৯৪১
০১৭১৩-১৬৯৮২৮

অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ জাহিদ হোসেন
এম.বি.বি.এস; এফ.সি.পি.এস. ফেলো ডব্লিউ. এইচ.ও (অস্ট্রেলিয়া)
অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান), শিশু বিভাগ (এক্স)
শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বরিশাল।
নবজাতক, শিশু ও কিশোর রোগ বিশেষজ্ঞ
চেম্বার:
এ্যাপোলো ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স
শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ এর সামনে
বাঁধ রোড, বরিশাল।
রোগী দেখার সময়:
প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা
সিরিয়ালের জন্য:
০১৭১৪-০৬৭৮৮৬, ০১৭০৬-৩৫৪৯৭৫
চেম্বার:
মেডিনোভা মেডিকেল সার্ভিসেস লিঃ
কে.বি হেমায়েত উদ্দিন রোড (গির্জামহল্লা), বরিশাল।
রোগী দেখার সময়:
প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ১০টা
সিরিয়ালের জন্য:
০১৭৫২-১৩৪৪৩৮, ০১৭১১-২৪০৯৬৯
বাসা: বসুন্ধরা হাউজিং, রূপাতলী, বরিশাল

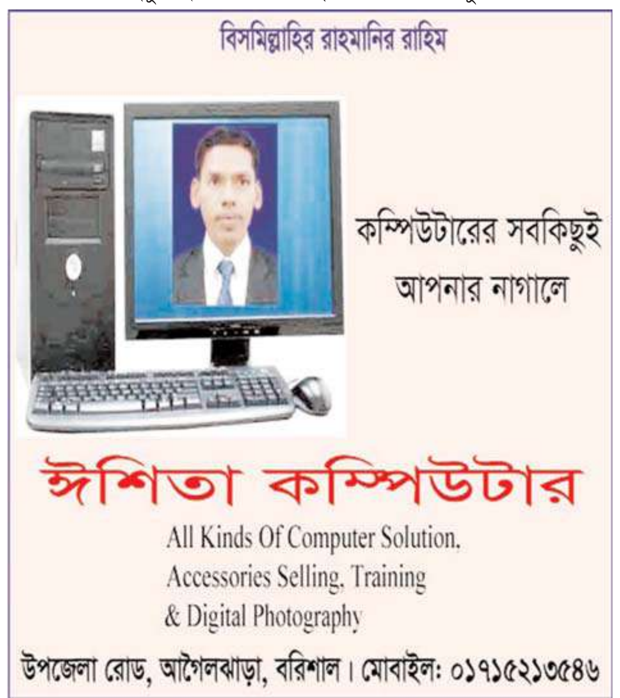

প্রধান সম্পাদক: মো: ফিরোজ আহম্মেদ মোল্লা, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মিতা মোস্তফা, সহযোগী সম্পাদক: আল হাফিজ, নির্বাহী সম্পাদক: এম জামান, প্রকাশক: কাজী মিরাজ মাহমুদ কর্তৃক মায়ের দোয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, হাসপাতাল রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত ও বার্তা কার্যালয় ঃ সৌরভ লজ, গোড়াচাঁদ দাস রোড, বরিশাল-৮২০০। মোবাঃ ০১৭১২-৯২৬৮৩৬, E-Mail: dailykirtonkhola@gmail.com